www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201906
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

শ্রদ্ধায় স্মরণে লোকগানের দিকপাল কালিকাপ্রসাদ ছয়ের পাতায়

আলিপুর বার্তা কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ২৭ ফাল্গুন – ৩ চৈত্র, ১৪২৩ ঃ ১১ মার্চ – ১৭ মার্চ, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 21, 11 March - 17 March, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : নোট বাতিলের পরে অস্বাভাবিক জমার সন্ধানে ১৮ লক্ষ

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টধারিকে ই-মেল ও এসএমএস পাঠিয়েছে প্রত্যক্ষ কর পর্ষদ। এদের অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে ৫ লক্ষ টাকার বেশি। এবার নোটিশ পাঠাবার পালা।

রবিবার : ট্রাম্প জমানায় আমেরিকায় খুন হলেন আর এক

ভারতীয়। শ্রীনিবাস কুচিভোটলার পর এবার হার্নিশ প্যাটেল। ৪৩ বছরের এই ব্যবসায়ীকে সাউথ ক্যারোলিনার ল্যাঙ্কস্টার কলোনিতে বাড়ির কাছেই গুলি করে খুন করা হয়। আততায়ী এখনও অধরা।

সোমবার : দক্ষিণ কাশ্মীরের ত্রালের হাফকো গ্রামের এক বাড়িতে

লুকিয়ে রয়েছে চার জঙ্গি। খবর পেয়ে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক। খতম বুরহান ওয়ানির ঘনিষ্ঠ সহযোগী আজিব ভাট সহ দুই জঙ্গি। সঙ্গে শহিদ কনস্টেবল মনজুর আহমেদ।

মঙ্গলবার : জলপাইগুড়ির শিশু পাচার কান্ডে শেষপর্যন্ত সিআইডির

হাতে গ্রেফতার হলেন শিশু সুরক্ষা আধিকারিক সাস্মিতা ঘোষ। সাস্মিতার দাবি বড় কর্তাদের বাঁচাতে তাকে নিয়ে টানাটানি চলছে। তিনি সাফ জানিয়েছেন যা করেছেন বড় কর্তাদের নির্দেশেই করেছেন।

বুধবার : বিশ্বের সেরা দশটি ছোট বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় স্থান পেল

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স। তালিকায় অষ্টম স্থানে আইআইএসসি। এই প্রথম কোনও ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই তালিকায় ঠাঁই পেল।

বৃহস্পতিবার : দারিদ্র সীমার নিচে থাকা মহিলাদের প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা

যোজনার আওতায় বিনা পয়সায় গ্যাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল আগেই। কিন্তু এই গ্যাস পেতে গেলে আঠার আবশ্যিক। যাদের আধার নেই তাদের ৩১ মে-র মধ্যে আবেদন জানাতে হবে।

শুক্রবার : বেশিরভাগ রাজ্য সম্মতি জানানোয় স্কুল শিক্ষায় ফের

চালু হচ্ছে পাশ ফেল প্রথা। পঞ্চম শ্রেণি থেকে পরীক্ষা রাজ্যস্তরে হবে না জাতীয় স্তরে তার সিদ্ধান্তের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়েছে রাজ্যগুলির উপর।

সবজান্তা খবরওয়ালা

হাওড়া, দুই ২৪ পরগনা ও কলকাতা এখন মুক্তাঞ্চল

রাজ্যে আইএস সমর্থক বাড়ছে

কুনাল মালিক

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতার মেটিয়াবুরুজ এলাকায় এখন জেহাদি মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠন আইএস বা ইসলামিক স্টেটের মনোভাবাপন্ন যুবকদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। বেশ কিছু অবৈধ মাদ্রাসায় ধর্মশিক্ষার আড়ালে আইএসএ-র আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মগজ ধোলাইয়ের কাজ করছে বেশ কিছু মৌলবাদী জঙ্গি নেতা। যাদের মূল উদ্দেশ্য হল ভারত বিরোধী জেহাদে যুবক-যুবতীদের নাম লেখান।

দেশের চেয়ে ধর্ম বড়, ধর্মের জন্য যদি প্রাণও যায় (যাকে জেহাদিরা বলছে 'শহিদের মৃত্যু') তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু গোটা বিশ্ব জুড়ে ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই অবাস্তব স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে। কোথায় কোথাও বেকার শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের অর্থের টোপও দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর কলকাতার মেটিয়াবুরুজ এলাকায় সাম্প্রদায়িক গন্ডগোল লাগানোর গোপন ষড়যন্ত্র হচ্ছে। নেপথ্যে আছে জেহাদি মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠন। এব্যাপারে রাজ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে ইতিমধ্যেই রিপোর্ট পাঠিয়েছে কেন্দ্র স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। সূত্রের খবর অনেক আগে থেকেই সারা রাজ্য জুড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর ছক কষেছিল মৌলবাদীরা। বীরভূমে আইএস জঙ্গি মুসাকে গ্রেফতার করার পর, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা অনেক তথ্য জানতে পারে। সম্প্রতি বাংলাদেশের জঙ্গি দমন শাখার হাতে ধরা পড়েছে আইএস জঙ্গি শেখ ওবায়েদুল্লা। যার বাড়ি হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ায়।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর এই আবায়েদুল্লাই পশ্চিমবঙ্গ সহ তিন রাজ্যে আইএস জঙ্গি নিয়োগও তাদের প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন। ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা আবায়েদুল্লাকে জেরা করার জন্য বাংলাদেশ যেতে পারে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আশঙ্কা হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং কলকাতার মেটিয়াবুরুজ এলাকায় একাধিক জেহাদি আইএস মডিউলের 'স্লিপার সেল' গড়ে উঠেছে। রাজ্য সরকারও সম্প্রতি বিশেষ একটি গোয়েন্দাবাহিনী গঠন করেছে। যাদের কাজই হল বিভিন্ন থানা এলাকায় কোনও দেশ বিরোধী অবৈধ সভা-সমিতি হচ্ছে কিনা তার নজরদারী করা। সেই গোয়েন্দা বাহিনীর সূত্রের খবর, বেশ কিছু থানা এলাকায় অবাঞ্ছিত লোকজনের আনাগোনা বেড়েছে। তাদের গতিবিধির দিকে নজর রাখা হচ্ছে।

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশে ভোপাল-উজ্জয়িনী ট্রেনে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে বিশ্বত্রাস জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট তাদের নমুনা 'ট্রেলার' দেখানো শুরু করল বলে মনে করছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনী। আইএস জঙ্গি সইফুল্লাকে উত্তর প্রদেশের অ্যান্টি টেরারিস্ট স্কোয়াড হত্যা করতে শেষমেষ সমর্থ হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনীর সন্দেহ বেশ কয়েকজন আইএস জঙ্গি এখন সারা ভারত জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রসঙ্গত, ধর্মের নামে জিগিরতোলা ইসলামিক স্টেটকে প্রতিহত করতে হলে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ উদ্যোগ যেমন চাই, তেমনই এ রাজ্য তথা দেশের নাগরিকদেরও সচেতন হতে হবে।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

শুরু হল তিনটি পুলিশ জেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ডহারবার : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে কাজ শুরু করল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৩টি পুলিশ জেলা। বৃহস্পতিবার নবান্নে ডেকে ৩ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারদের নিয়ে একটি বৈঠক হয়। শুক্রবার থেকে ৩ পুলিশ সুপার নিজেদের এলাকা ঘুরে দেখে দায়িত্বভার নেন। এই ৩টি জেলা হল ডায়মন্ডহারবার, কাকদ্বীপ ও বারুইপুর। তবে এই ৩ জেলা পুলিশ সুপারদের উপরে থাকবেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুলিশ সুপার সুনীল চৌধুরী। ডায়মন্ডহারবারে এসপি হলেন শ্রীহরি পান্ডে, কাকদ্বীপের তথাগত বসু ও বারুইপুরের অরিজিৎ সিনহা। এদিন সকালে শ্রীহরি পান্ডে ডায়মন্ডহারবার শহরে চলে আসেন। তিনি শহরের বিভিন্ন প্রশাসনিক ভবন পরিদর্শন করেন। রাজ্য পর্যটন দফতরের সাগরিকা লজের পাশে নবনির্মিত শুভান্ন ভবন তৈরি হয়েছে নতুন পুলিশ জেলার জন্য। এখানে বসেই তিনি আগামী দিনে জেলা পরিচালনা করবেন। নতুন এই পুলিশ জেলাতে থাকছে ডায়মন্ডহারবার, ডায়মন্ডহারবার মহিলা, পারুলিয়া কোস্টাল, উস্থি, মগরাহাট, ফলতা, রামনগর, বিষ্ণুপুর, নোদাখালি, মহেশতলা, বজবজ ও রবীন্দ্রনগর থানা। দক্ষিণ শহরতলির ৫টি থানা এই পুলিশ জেলাতে এল। এই থানাগুলি আগে আলিপুর সদর মহকুমার মধ্যে ছিল। অন্যদিকে কাকদ্বীপ পুলিশ জেলার এসপি তথাগত বসু সকালেই শহরে চলে আসেন। তিনি বসবেন কুলপির পথেরসাথী সরকারি আবাসে। পরবর্তী সময়ে কাকদ্বীপ শহরে পাকাপাকিভাবে চলে যাবেন। এই পুলিশ জেলার মধ্যে থাকছে কাকদ্বীপ, হার্ডউডপয়েন্ট কোস্টাল, সাগর, সাগর কোস্টাল, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ, কোস্টাল, পাথরপ্রতিমা, গোবর্ধনপুর কোস্টাল, ঢোলাহাট, কুলপি, মন্দিরবাজার, রায়দিঘি ও মথুরাপুর থানা। কুলপি, মন্দিরবাজার, রায়দিঘি ও মথুরাপুর থানা ডায়মন্ড হারবার মহকুমা পুলিশ থেকে এবার কাকদ্বীপ পুলিশ জেলার মধ্যে চলে এল। এদিন কাকদ্বীপের এসপি তথাগত বসু বলেন, 'এই পুলিশ জেলার মূল লক্ষ্য হল উপকূলবর্তী এলাকার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। জলপথে নিরাপত্তা বাড়ানো হবে। সেজন্য জরুরি ভিত্তিতে নতুন করে ১০০ পুলিশকর্মী নিয়োগ করা হবে। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। বারুইপুর জেলা পুলিশের মধ্যে এল বারুইপুর, সোনারপুর, জয়নগর, কুলতলি, ভাঙড়, জীবনতলা, কাশীপুর, ক্যানিং, গোসাবা, বাসন্তী, ঝড়খালি ও ছোট মোল্লাখালি কোস্টাল থানা।

রেশনে নিম্নমানের চাল, গ্রাহকদের উপরে হামলা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়া এলাকায় রেশন নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠল খাদ্যমন্ত্রীর এলাকা থেকেই। রেশনের জিনিস হয় সব থেকে নিম্নমানের, না হয় মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া এই অভিযোগ রবিবার রেশন দোকানে বিক্ষোভ দেখাল গ্রাহকরা। গ্রাহকদের অভিযোগ, বিক্ষোভ চলাকালীন তাদের মারধর করে তৃণমূলের লোকজন। তারা রেশন দোকানের মালিকের পক্ষ নিয়ে গ্রাহকদের বিরুদ্ধে হামলা করে। কয়েকজন গ্রাহকের মোবাইল ফোন ভেঙে দেওয়া হয়। আক্রান্ত দু'জনকে ভর্তি করা হয়েছে হাবড়া হাসপাতালে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অভিযোগ জানানো হয়েছে হাবড়া থানায়। অবশ্য তৃণমূল জানিয়ে দিয়েছে, হামলার ব্যাপারে তাদের দলের কেউ জড়িত নয়। গিয়েছে, হাবড়ার স্থানীয় সূত্রে জানা বাণীপুর এলাকায় ইতনাবাজারে ১১৩ নম্বর রেশন দোকানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান গ্রাহকরা। এই দোকানের লাইসেন্সধারী হলেন স্বপ্না দে। গ্রাহকরা রেশন নিতে গিয়ে ক্ষুব্ধ হন।

হাবড়া

সুধাংশু পাল নামে এক গ্রাহক বলেন, যে চাল দেওয়া হচ্ছে তা এমনিতেই নিম্নমানের। তাতে আবার পোকাও ধরেছে। এছাড়া যে আটার প্যাকেট দেওয়া হয়েছে, সেগুলোরও মেয়াদ উত্তীর্ণ। আমরা প্রতিবাদ করার পরে অন্য বেশ কয়েকজনও একই রকম ভাবে প্রতিবাদ করেন রেশন দোকানের মালিকের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদ করে লাভ না হওয়ায় গ্রাহকরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। উজ্জ্বল ব্যাপারী নামে এক গ্রাহক বলেন, 'এরপরেই রেশন দোকানের মালিকের পক্ষ নিয়ে কয়েকজন এসে আমাদের উপর হামলা করতে শুরু করেন। রেশনের গ্রাহকদের ব্যাপক মারধর করা হয়। গ্রাহকদের মোবাইল ফোন পর্যন্ত ওরা ভেঙে দেয়। হামলায় দুজন গ্রাহক আহত হয়েছেন। এলাকার লোকজনই আহত দুই গ্রাহককে হাবড়া হাসপাতালে নিয়ে যান। এ ব্যাপার খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, 'একটা বস্তা থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া দুটো প্যাকেট কোনও ভাবে বেরিয়ে গিয়েছিল। সেটা দেখেই গ্রাহকদের সন্দেহ হয়। আমি ঘটনার কথা শোনার পরে আলোচনা করে সব সমস্যা মিটিয়ে দিয়েছি।'

শিশু মৃত্যু ঘিরে মগরাহাট ব্লক হাসপাতালে ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মগরাহাট: এক শিশুর মৃত্যু ঘিরে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল মগরাহাট ব্লক হাসপাতাল চত্বর। শুক্রবার দুপুরে দফায় দফায় হাজারের বেশি উত্তেজিত জনতা হাসপাতালের বেশ কয়েকটি অ্যাম্বুলেন্সে ভাঙচুর চালায়। উল্টে দেয় বেশ কয়েকটি অ্যাম্বুলেন্স। হাসপাতাল লক্ষ্য করে ইঁট, পাথরও ছোড়ে কেউ কেউ। পুলিশ গাড়ি লক্ষ্য করে ইঁট, পাটকেল ছোঁড়ে উত্তেজিতরা। কয়েক ঘন্টা ধরে এই তান্ডব চলে হাসপাতাল জুড়ে। এই ঘটনার জেরে হাসপাতালে ভর্তি রোগী ও রোগীর আত্মীয়রা আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করেন। চিকিৎসকরাও ভয়ে লুকিয়ে পড়েন হাসপাতালের ভেতরে। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে মহিলার সংখ্যা ছিল প্রচুর। তবে রোগীর পরিবার বা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এদিন সন্ধে পছন্দ কোনও অভিযোগ করেনি।

মৃত সন্তানকে ঘিরে শোকার্ত বাবার হাহাকার

পুলিও ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় পশ্চিম বেলাড়িয়া খ্রিস্টান পাড়ার বাসিন্দা রুমা হালদার এদিন ৮ মাসের কন্যাসন্তান লাভলিকে নিয়ে হাসপাতালে আসেন। শিশুটির জ্বর ও কাশি হচ্ছিল। এদিন সকালে হাসপাতালের আউটডোরে দেখিয়ে ওষুধ নেন রুমা। বেলা ১১টা নাগাদ শিশুকে নিয়ে বাড়ি ফেরেন রুমা। তারপর হাসপাতাল থেকে দেওয়া ওষুধ খাওয়ান মা। ওষুধ খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে শিশুর অবস্থার অবনতি হয় বলে পরিবারের অভিযোগ। শিশুর খিঁচুনি শুরু হয়। বেলা ১টা নাগাদ শিশুকে নিয়ে আবার হাসপাতালে যান মা। হাসপাতালে থাকা ব্লক মেডিক্যাল অফিসার শিশুকে দেখে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। শিশুর মৃত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এলাকার প্রায় হাজারের বেশি মানুষ চিকিৎসায় অবহেলার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। ক্রমে হাসপাতাল চত্বর অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে।

এদিন হাসপাতাল চত্বরে মৃত শিশুকে নিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন মা। শিশুর বাবা মুকুল হালদার পেশায় মাছ ব্যবসায়ী। হালদার দম্পতির ৫ সন্তান। লাভলি ছিল সবার ছোট। এদিন কান্নায় ভেখে পড়ে রুমা বলেন, 'আমি বারে বারে হাসপাতালের ডাক্তারকে বলেছিলাম মেয়ের শরীর খারাপ থাকলে ওকে ভর্তি করে নিন। কিন্তু কয়েকটা ওষুধ দিয়ে আমাকে ছেড়ে দিল। মেয়েকে ওষুধ খাওয়ানোর পর থেকে খিঁচুনি শুরু হয়। পরে মেয়ে নেতিয়ে পড়ল।' তবে ব্লক মেডিক্যাল অফিসার মহম্মদ গোসুল আলম বলেন, 'রোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে যে অভিযোগগুলি করা হচ্ছে তা ঠিক নয়। আউটডোরে শিশুটিকে দেখে প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হয়েছিল। কিছু মানুষ উত্তেজিতভাবে ভাঙচুর চালিয়ে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করল।'

আনসেফ ড্রাইভ পুলিশ নির্বিকার

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এসব তোয়াক্কা করে না। এখন ১৮-২৫ বছরে যুবক ও যুবতীরা সটান চলে আসছে সোনারপুর, কামালগাজী ও নরেন্দ্রপুর ও বারুইপুর বাইপাসে নির্জন জায়গায় রেস করতে। শুধু তাই নয় বাইপাস ছাড়া মেন রোডেও রেস করতে দেখা যায়। যেমন বারুইপুর থেকে থেকে হরিনাভী। ব্যাপক ভাবে রেস চলে জনবহুল এলাকায়। এতে ভয় পায় পথচলতি মানুষেরা। অনেক সময় দেখা যায় বাইকের সাইলেন্সার খোলা অবস্থায় বিকট আওয়াজ করে বাইক চলছে। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেপরোয়া ভাবে চলছে বাস, অটো, ইট ও মাটির লরি। এই সমস্ত এলাকায় গত পাঁচ বছর ধরে চলছে হেলমেটবিহীন রেসিং প্রতিযোগিতা। কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই পুলিশের। সব কিছুই জানে সোনারপুর থানার পুলিশ। একটা গা ছাড়া ভাব। সন্ধ্যা

কামালগাজী বাইপাস

নামলেই প্রেমিকরা বাইকের পিছনে প্রেমিকাদের বসিয়ে নিয়ে চলে আসে বাইপাসে প্রমোদের জন্য।

বারুইপুর থেকে শুরু হয় রেস, কামালগাজী ব্রিজ পার হয়ে পেপসির বাইপাস ধরে সোজা গড়িয়া স্টেশন ঢালাই ব্রিজের কাছে শেষ হয়। এই বাইক রেস করার ফলে কয়েকদিন আগে বাইপাসে একাদশ শ্রেণির ছাত্র সোনারপুরের বাসিন্দা প্রীতম ঘোষের মাথা দুফালা হয়ে গিয়ে মারা যায়। ফের কয়েক সপ্তাহ পরে কামালগাজীর ব্রিজের উপর বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাহুল ও পায়েল মারা যায়। পায়েল ছিল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। পায়েল কামালগাজীর ব্রিজ থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়। পুলিশ সুত্রের খবর -এদের কারোরই মাথায় হেলমেট ছিল না। হেলমেট ছাড়া দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বাইক চলে এটা নতুন কিছু নয়। যে হেতু প্রশাসনের কোনো শাসন নেই। বাইক ও গাড়িগুলো থামিয়ে বাইপাসের অন্ধকার জায়গায় মদ খাওয়া চলছে। দুটি বাইকের মধ্যে টাকার বাজী ধরে চলছে রেস। সুতরাং সোনারপুর, কামালগাজী, নরেন্দ্রপুর ও বারুইপুর বাইপাস এখন মদ, জুয়া ও হেলমেটবিহীন বাইক রেসের মোক্ষম জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোনারপুরের ট্রাফিক পুলিশ ও সিভিক ভলেন্টিয়ার, গ্রীন পুলিশ ঐ সমস্ত জায়গায় নেই বললেই চলে। কামালগাজীর ব্রিজের দু ধারে ফ্ল্যাট বাড়ির বাসিন্দাদের বক্তব্য -প্রত্যেক দিন কামালগাজী ব্রিজের উপর গাড়ি থামিয়ে সাউন্ড সিস্টেম চালিয়ে চলছে মদ্যপান। সমস্ত নোংরামি ও অসামাজিক কাজ চলে বারুইপুর থেকে কামালগাজীর বাইপাসে।

এরপর পাঁচের পাতায়

ঐতিহাসিক গ্রন্থাগারের রোগ সারাতে উদ্যোগী প্রশাসন

কল্যানী ঘোষ: শতোত্তর হীরক জয়ন্তী বর্ষ উত্তীর্ণ করল উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ পাঠাগার। এলাকার বইপ্রেমী মানুষের উদ্দেশ্যে স্থানীয় রাজপরিবারের সদস্য বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ১৮৫৬ সালে গঙ্গাতীরে বাবু জয়কৃষ্ণের উদ্যানে এই পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় স্থানীয় শিবমন্দিরের ছোট একটি ঘরে পাঠাগারটির পথ চলা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠার দু বছর পর প্রায় ৮৫ হাজার টাকা ব্যয় করে এই পাঠাগার নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। গ্রন্থাগারের ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি প্রায় ১৯০০ টাকা উপসত্বের সম্পত্তি ও প্রায় ২০০ টাকা সুদের কোম্পানি কাগজপত্র নির্দিষ্ট করেন। গ্রন্থাগারের কাজ পরিচালনা করার জন্য একজন গ্রন্থাগারিক, সহ গ্রন্থাগারিক, দপ্তরি ও চাপরাসিকে নিযুক্ত করা হল। কর্মচারীদের বেতন বার্ষিক প্রায় ৯০০ টাকা ও বইপত্র কেনার জন্য বার্ষিক প্রায় ১২০০ টাকা নির্ধারিত হল। বাবু জয়কৃষ্ণ তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের বই ও বেঙ্গল হরকরা গ্রন্থাগার থেকে অনেক বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য বই নিয়ে এসে এই নবনির্মিত গ্রন্থাগারের পুস্তক ভান্ডারটিকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। পরবর্তীকালে পন্ডিত বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ উইলিয়াম হান্টার সহ একাধিক স্বনামধন্য ব্যক্তির পদধূলিতে ধন্য হয়েছে এই পাঠাগার। অমিত্রাক্ষর ছন্দের রচয়িতা কবি মাইকেল মদুসূদন দত্ত ১৮৬৯ ও ১৮৭৩ সাল এই দুই পর্বে এখানে জীবন অতিবাহিত করেন।

পরিদর্শনে জেলাশাসক সহ জনশিক্ষা প্রসার দফতরের কর্তারা। - নিজস্ব চিত্র

এই গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে প্রায় চারটি ভবন আছে। বর্তমানে এই পাঠাগারটিতে বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ ও সদস্য সংখ্যা প্রায় ১০০০। রয়েছে কম্পিউটার ও জেরক্স মেশিন। গত কয়েক বছর ধরে এর পাশাপাশি পাঠাগারের দুস্প্রাপ্য প্রাচীন পুঁথিগুলি ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে সংরক্ষণের কাজও শুরু হয়ে গেছে। এর পাশাপাশি প্রায় ৮০,০০০ বইকে স্ক্যান করা হয়েছে। গ্রন্থাগারের পুস্তক ভান্ডারের মধ্যে রয়েছে বিদ্ধ্যাচলের দশমহাবিদ্যা, তুলট কাগজের মত বিখ্যাত সব পুস্তক। গ্রন্থাগারে রয়েছে প্রায় দুটো হলঘর ও একটি সেমিনার হল। কিন্তু শতোত্তর হীরক জয়ন্তী বর্ষ উত্তীর্ণ করেও নানা সমস্যায় জর্জরিত এই পাঠাগারটি। পাঠাগার সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে একজন সহ- গ্রন্থাগারিক ও কয়েকজন গ্রুপ - সি পদের কর্মী গ্রন্থাগারের যাবতীয় কাজ দেখাশোনা করেন। এই মুহূর্তে গ্রন্থাগারে কর্মীর সংখ্যা প্রায় ৮ জন। আগে ছিল প্রায় ১৮ জন। নেই কোন গ্রন্থাগারিক। এক জন কর্মী তিনি কোচবিহারের বাসিন্দা অসুস্থতাজনিত কারনে বহুদিন ছুটিতে থাকার পর সুস্থ হলেও এখনও তিনি এখানে কাজে যোগ দেন নি। চাকরির নিয়ম মেনে তিনি পদোন্নতি না নেওয়ায় তার পদের কাজকর্ম সহ - গ্রন্থাগারিককেই দেখতে হচ্ছে। পাঠাগারটিতে পর্যাপ্ত কর্মীর অভাব থাকার পাশাপাশি পাঠকের সংখ্যাও পড়তির দিকে।

এরপর পাঁচের পাতায়

শেয়ার বাজার হল এক চক্রব্যূহ, যেখানে ঢুকলে সহজে বের হওয়ার গতি নেই

প্রদীপ্ত দাস

চক্রব্যূহের আরও এক নাম যদি শেয়ার হয় তা হলে অবাক হবেন না যেন। জানি আপনারা মানে যারা অন্তত এই অর্থ বাজারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাদের কাছে শেয়ার বাজার এক কুহেলিকাই বটে। মানে হল গিয়ে এই বাজারে আপনি একদিন হয়তো অনেক অর্থ উপার্জন করলেন। পরের দিনই দেখলেন আপনার লাভের গুড় পিঁপড়ে এসে খেয়ে গিয়েছে। বেশ বুঝতে পারছেন এই লেখার লক্ষ্য কোনও দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে নয়। বরং যারা সল্প সময়ের মধ্যে অধিক টাকা রোজগার করতে চান শেয়ার বাজারের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্যে নিহীত এই কথা বা বাক্যটি আসলে এক সতর্কতাবাণী। যারা দীর্ঘমেয়াদে লগ্নি করবেন তাদের টাকা সুরক্ষিতই থাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। তাহলে সমস্যায় পড়েন কারা। এটা কি বলে দিতে হবে নাকি আপনাদের। ফাটকা খেলতে গিয়েই তো বারংবার বিপদে পড়ি আমরা, মানে যারা এই রোজকার ট্রেডিংয়ের সঙ্গে যুক্ত। তাও ওই যে শিরোনামেই উল্লেখিত রয়েছে না, এই গোলকধাঁধায় ঢুকলে শুধু হবে না, এর থেকে বেরনোর সঠিক রাস্তাও জানতে হবে। ওই চিচিংফাঁক মন্ত্রটা আর কি। এই মন্ত্র জপ না করতে পারলে চক্রব্যূহের অভিমন্যুর দশা হবেই হবে। এটাই শেয়ার বাজারের কেরামতি। ফাটকা লাগলে তুক, নাহলেই তাক, মানে কুপোকাৎ। শেয়ার বাজারের এই মাকড়শার জাল ভেদ করে লাভবান হয়ে বেরিয়ে এসেছেন অনেকেই। আবার বহু মানুষ বা লগ্নিকারী রয়েছেন যারা এই বিষম জালে ফেঁসে গিয়েছেন সাংঘাতিকভাবে। এমন অনেকেই রয়েছেন তারা যে দামে কোনও শেয়ার কিনেছেন তা যে কবে ফেরৎ পাবেন তা হয়তো স্বয়ং ভগবানও জানেন না? তাও ওই অনেকটা আশায় মরে চাষার মতোই উক্ত শেয়ার হাতে ধরে রেখেছেন দিনের পর দিন, বা বছরের পর বছর, যদি কোনওদিন ভালসময় আসে তা ভেবে।

সুতরাং এই শেয়ার বাজারে কাজের ক্ষেত্রে অনেক নিয়মকানুন মাথায় রেখে এগনো উচিত। নচেৎ বিপদে পড়ে, ওই ভুলভুলাইয়ায় ফেঁসে যেতে হয়। শেয়ার বাজারের ধর্ম মেনে যদি পদার্পণ করা যায় তবে অবশ্য ঠিকসময় নিষ্কৃতি পাওয়াও যেতে পারে। এখন দেখে নেওয়া যাক কিভাবে এই সতর্কতা জারি করতে হয়।নিয়মানুযায়ী যারা রেগুলার ট্রেডিংয়ে যেতে চান তাদের উচিত দিনে দিনে ২ শতাংশ লাভ পেলে তা বুক করে নেওয়া। কারণ শেয়ার বাজারের বড় ধর্ম হল চূড়ান্ত অস্থিরতা। এখানে পদে পদে বিরাজ করছে বিপদ। তার মধ্যে থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলাটাই বিশাল ব্যাপার। এহেন অবস্থায় লাভ যে সবসময় আপনার জন্য প্রতীক্ষা করে থাকবে তা নয়। এক ধরনের মাহেন্দ্রক্ষণ হিসেবে উপস্থিত হয় যখন শেয়ারের দাম তরতরিয়ে বাড়তে থাকে।

এমন অনেক সময় হয় যে আপনি বা আপনারা শেয়ার বিক্রি করার পর তার দাম হুহু করে বাড়তে শুরু করল। আবার একভাবে শেয়ার কেনার পর তার দাম পড়ে যাওয়ার উদাহরণ তো ভুরিভুরি। এগুলিকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হয় মোমেন্টাম হিসেবে। এই মোমেন্টামে গা ভাসাতে গেলে ঘোর সর্বনাশে নিমজ্জিত হতে হয়। তাই বিশেষজ্ঞরা সবসময় এই মোমেন্টাম থেকে সাবধান থাকার পরামর্শ দেন। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে এই মোমেন্টামের চক্করে প্রচুর মানুষ ফেঁসে যান কোন না কোনও স্টক নিয়ে।

ট্রেডারা এক্ষেত্রে দোষারোপ করেন তাদের ভাগ্যকে। কিন্তু সবার আগে ভাবা দরকার ভাগ্যলক্ষ্মীর থেকেও বড় চালিকাশক্তি হল স্ট্র্যাটেজি বা রণকৌশল নির্ধারণ। যার জন্য নিজেদের পড়াশুনা, টেকনিক্যালস জানা, কোম্পানি ফান্ডামেন্টাল বোঝা ইত্যাদি অনেকগুলি উপাদানের একত্রীকরণ বিশেষ প্রয়োজন। তবেই গিয়ে দুয়ে দুই হবে। নচেৎ মিলবে লবডঙ্কা। এবার দেখা গেল কোনও শেয়ার আপনি যখন কিনলেন তার পরে পরেই খুব অল্প সময়ের মধ্যে সেটি পাঁচ শতাংশের মতো বেড়ে গেল। এই ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের মধ্যে লোভের পরিমাণ বেড়ে যায়। তাও পরামর্শ একটা ভালো অর্থ তখন পকেটে ঢুকছে তখন তা নিয়ে নেওয়া উচিত। হয়তো বিক্রির পর সংশ্লিষ্ট শেয়ারটি বিশাল একটা উচ্চতায় চলে যেতে পারে, ২০ শতাংশ বেড়ে বাইং ফ্রিজ হলেও হতে পারে। তাও আপশোষ করা একদম উচিত নয়। কারণ শেয়ার বাজার আর অনুতাপ বা আপশোষ কথা একদম ভিন্ন মেরুর। এখানে প্রতিনিয়ত, দৈনিকভাবেই সুযোগ আসে। যাকে বলে একেবারে মোক্ষম সুযোগ বা সুর্বণ মওকা। এর সদ্ব্যবহার করতে হয় যথার্থভাবে। না হলে হাত কামড়ানো ছাড়া কোনও উপায় নেই। অনেক বিশেষজ্ঞ আবার শেয়ার বাজারের সংজ্ঞা তুলে ধরতে দার্শনিকতার সাহায্য নিয়ে থাকেন। তাঁদের কথানুযায়ী শেয়ার বাজার হল অনেকটা সমুদ্রের মতো। এ যদি আপনার কিছু (এক্ষেত্রে টাকা) নিয়ে থাকে তবে তার দ্বিগুণ ফেরৎও দেয়। এটাই বাজারের সবথেকে বড় বৈশিষ্ট। অবশ্য এই কথাগুলি প্রযোজ্য যারা নিয়মিত ট্রেড করেন তাদের ব্যাপারেই। কারণ এদের মধ্যে হতাশ হওয়ার প্রবণতা বেশি পরিলক্ষিত হয়। সাফল্যে উল্লাসিত হওয়ার পরেই দেখা যায় হাতের মাল বেচে দেওয়ার পর তার দাম বেড়ে যাওয়ায় বিষাদের ছায়া।

যে কোনও শেয়ার বাজারেই আবার দেখা যায় যারা দীর্ঘমেয়াদে বিশ্বাসী তারাই অধিক সফল। এই তো সেদিন ট্রেডিং পিরিয়ডের পরে কথা হচ্ছিল এক পরিচিত ব্রোকারের সঙ্গে। তিনি জানালেন তাঁর কিছু অভিজ্ঞতার কথা, যা তিনি অর্জন করেছেন দীর্ঘদিনের লগ্নি বাজারে কাটানো সময়ের মধ্যে দিয়ে। ওনার এক বন্ধু খুব কম বয়স থেকেই হাতের পয়সা বাঁচিয়ে একটু একটু করে শেয়ার কিনতেন। সেই নব্বইয়ের দশক থেকে তার এই প্রবণতা দেখা দেয়। সেই ভদ্রলোক তখন কলেজ জীবনে। কিনবেন তো কিনুন প্রথম থেকেই তিনি কিনতে থাকেন ইনফোসিসের শেয়ার। যার বাজার মূল পরবর্তী ২০–২৫ বছরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায় আনুমানিক ৬৫ লক্ষ টাকায়। ব্রোকার ভদ্রলোকের বক্তব্যানুযায়ী এই ইনফোসিস জীবনের মান পালটে দেয় সেই কলেজ পড়ুয়া বন্ধুর। এবার দেখে নেওয়া যাক কিভাবে শেয়ারের দাম এতটা ওপরে গিয়ে পৌঁছাতে পারে। আসল কথা হল ইনফোসিসের মতো শেয়ার এমন হাতে গরমে জিনিস যা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যেতেই পারে। শেয়ারের দাম বাড়া শুধু নয়।

এর সঙ্গে নিয়ম করে পেতে থাকা বোনাস শেয়ার, ইত্যাদি মিলে কলেবরে এত বড় আর্থিক পরিমাণে দাঁড়ায় সামান্য কটি ইনফোসিস। যারা লং টার্মে বিশ্বাস করেন তাদের উচিত এই উদাহরণ মাথায় নিয়ে ভালো কোম্পানিতে দীর্ঘদিন যাবৎ নিবেশিত থাকা। এই লেখনিতে ইনফোসিসের কথা খোলাখুলি বলাই হয়েছে। তবে এটাও মাথায় রাখতে হবে এইরকম ইনফোসিসের মতো আরও বহুবিধ শেয়ার আছে যারা আমাদের জীবনকে পালটে দিতে পারে অচিরেই। তবে ওই একটা কথাই তার বারবার তুলে ধরতে হয়। তা হল এই শেয়ার বাজারে চরম ধৈর্য্য পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে অতিবাহন করতে হয়। তাহলেই মধু প্রাপ্তি সম্ভব। অনেকটা মাছ ধরার মতো ঘন্টার পর ঘন্টা ফাতনার দিকে নজর রাখার মতো কাজ করতে হয়। হতে পারে তার জন্য অনেকদিন স্টকটা নিচে পড়ে থাকল। কিন্তু যখন সে ঘুরবে তখন পরিপূর্ণ লাভ নেওয়া সম্ভব। নইলে বাড়তে থাকা স্টকের পিছনে ছোটার অর্থ হল স্বর্ণ মৃগের পিছনে ধাওয়া করার মতো।

অর্থনীতি

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১১ মার্চ – ১৭ মার্চ, ২০১৭

মেষ : নতুন মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটবে। বন্ধুদের সাহায্যে লাভবান হবেন, পতিপত্নীর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করলে সফলতা আসবে, লেখাপড়ায় ফল ভালো হবে। কর্মস্থলে দায়িত্ব বাড়বে। আপনার সুনাম যশ বজায় থাকবে।

বৃষ : শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য হানির যোগ রয়েছে। ভাই বোনের সাহায্য লাভ করবেন। বন্ধুদের বিশ্বাস করবেন কিন্তু অন্তরঙ্গ হবেন না। ব্যবসা–বাণিজ্যে মিশ্রফল পাবেন। ধর্মীয় বিষয়ে সফলতা আসবে। আয় ভালই হবে।

মিথুন : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ হলেও বিবিধ সমস্যা এসে পড়বে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। গৃহে আত্মীয় সমাগম ঘটবে। বন্ধুদের বিশ্বাস করবেন না। অন্যের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নেবেন না। ব্যবসা–বাণিজ্যে শুভফল পাবেন। ভ্রমণ যোগ।

কর্কট : প্রেম–প্রীতির দিকে মন আকৃষ্ট হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। আপনার উন্নত চিন্তাধারার জন্য সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। লেখাপড়ায় বাধা এলেও ফল ভাল হবে ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি ও সাফল্যের যোগ রয়েছে।

সিংহ : বীর বিক্রমে এগিয়ে চলুন। আপনার অবশ্যই সাফল্য আসবে, গৃহে কোনও না কোনও কারণে অশান্তি লেগে থাকবে। কর্মস্থলে অতিরিক্ত সাবধান থাকতে হবে। শত্রুরা তৎপর হয়ে রয়েছে। তথাপি আপনি সম্মান পাবেন। আয় ভালই হবে।

কন্যা : বিভিন্ন রকম সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়বেন। মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ না করলে আপনি প্রতি মুহূর্তে ভুল করে ফেলবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ লক্ষিত হয়। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলুন। লেখাপড়ায় ফল ভালো হবে।

তুলা : আপনার সুন্দর ব্যবহার আপনাকে সাফল্যের পথে অগ্রসর করাবে। শিক্ষায় মন দিলে ভালো ফল পাবেন। স্নেহ প্রীতির পক্ষে সময়টি শুভ। বেকারত্বের অবসান হবে। কর্মে উন্নতির যোগ। আয় ভালোই হবে কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা।

বৃশ্চিক : মনকে শান্ত রাখার চেষ্টা করুন। নানারকম ঝামেলা ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে এসে পড়বে, অর্থনৈতিক দিক শুভ বলা চলে। দায়িত্বমূলক কাজে সফলতা আসবে। শিক্ষায় ভালো ফল পাবেন। পিতার পক্ষে সময়টি ভালো। ধর্ম বিষয়ে বিশেষ আকর্ষণ বাড়বে।

ধনু : পানাহার বুঝে করুন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসায় উন্নতির যোগ রয়েছে। কোনও ধর্মীয় স্থানে বেড়াতে যেতে পারেন। চলাফেরায় সাবধান থাকবেন।

মকর : কোনও সজ্জন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে। তাঁর বুদ্ধিতে আপনি কিছুটা লাভবান হবেন। আর্থিক বিষয়ে মিশ্রফল পাবেন। কর্মস্থলে উন্নতির যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি ঠিক মতো করতে সমর্থ হবেন। ভ্রমণে বাধা।

কুম্ভ : বুদ্ধি করে না চললে ক্ষতির মাত্রা বেড়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি শুভফল পাবেন। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। চলাফেরায় সাবধান থাকবেন।

মীন : ক্রোধকে সংযম না করলে শারীরিক ক্ষতি হয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভালো ফল পাবেন। কর্মস্থলে সুনাম যশ বজায় থাকবে। ব্যবসায় সাফল্য পাবেন। পতি–পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ ঘটবে।

শব্দবার্তা ২১

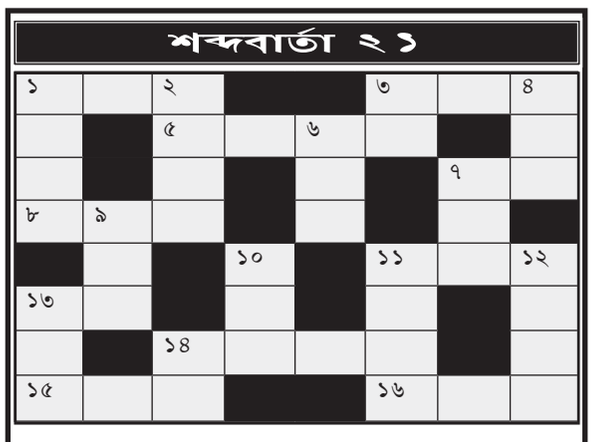

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। এর ধুলেও ময়লা যাবে না ৩। সম্পূর্ণ নীরব ৫। লাভ ও ক্ষতি ৭। সমাপ্ত ৮। নির্ভুল, যথার্থ ১১। কুঁড়ে, পরিশ্রমে কাতর ১৩। মনের বা মতের মিল হওয়া ১৪। হাত দিয়ে মারামারি ১৫। বিখ্যাত এক মিষ্টান্ন ১৬। সবচেয়ে ছোট।

উপর–নীচ

১। আমেরিকা আবিষ্কারক হিসাবে পরিচিত ২। ভাগ্য সম্বন্ধীয় ৩। সদৃশ, তুল্য ৪। ছয় পা–ওয়ালা কীট ৬। সযত্নে পালন ৭। সাবধান, সতর্ক হও ৯। বাসস্থানের বিবরণ ১০। কর্মদক্ষতা ১১। নীতিসংগত নয় এমন ১২। সত্যবাদী, সত্যানুরাগী ১৩। সাধারণত অসদুপায়ে প্রাপ্ত দ্রব্যের ভাগ ১৪। অনুন্নত এক হিন্দু সম্প্রদায়।

সমাধান : শব্দবার্তা ২০

পাশাপাশি : ১। বনবাস ৪। জটলা ৬। কালাকানুন ৭। বায়স ৯। ননদ ১১। তিনপুরুষ ১৩। বিশেষ ১৪। কস্তুরিকা।

উপর–নীচ : ২। নবোদয় ৩। সটকা ৪। জলকামান ৫। লাঞ্ছন ৭। বাড়তি ৮। সরপুরিয়া ১০। নমস্কারি ১২। ষট্‌ক।

কাজের খবর

ভারত সঞ্চার নিগমে ২৫১০

জুনিয়র টেলিকম অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২,৫১০ জন গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার ও কম্পিউটার সায়েন্সের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট নেমে ভারত সঞ্চার নিগম (বিএসএনএল)। নিয়োগ হবে জুনিয়র টেলিকম অফিসার পদে, দেশের বিভিন্ন টেলিকম সার্কেলে। প্রার্থীকে গেট–২০১৭ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। প্রথমে ট্রেনিং। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 12–2/2016–Rectt.

শূন্যপদের বিবরণ : পশ্চিমবঙ্গ : ৯৩টি (সাধারণ ৪৭, তফসিলি জাতি ১৪, তফসিলি উপজাতি ৭, ওবিসি ২৫), এর মধ্যে ৩টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। মহারাষ্ট্র : ৪৪০ টি (সাধারণ ২২২, তফসিলি জাতি ৬৬, তফসিলি উপজাতি ৩৩, ওবিসি ১১৯), এর মধ্যে ১৩টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। কেরল : ৩৩০টি (সাধারণ ১৬৮, তফসিলি জাতি ৪৯, তফসিলি উপজাতি ২৪, ওবিসি ৮৯), এর মধ্যে ১০টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। কর্নাটক : ৩০০টি (সাধারণ ১৪৮, তফসিলি জাতি ৪৬, তফসিলি উপজাতি ২৩, ওবিসি ৮৩), এর মধ্যে ৯টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। গুজরাট : ২৬০টি (সাধারণ ১৩১, তফসিলি জাতি ৩৯, তফসিলি উপজাতি ২০, ওবিসি ৭০), এর মধ্যে ৮টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। পাঞ্জাব : ১৬৩টি (সাধারণ ৮৩, তফসিলি জাতি ২৪, তফসিলি উপজাতি ১২, ওবিসি ৪৪), এর মধ্যে ৫টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। অসম : ১৬৬টি (সাধারণ ৯৫, তফসিলি জাতি ১০, তফসিলি উপজাতি ৪০, ওবিসি ২১), এর মধ্যে ৪টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। উত্তরপ্রদেশ (পশ্চিম) : ১১৭টি (সাধারণ ৬৪, তফসিলি জাতি ১০, তফসিলি উপজাতি ১১, ওবিসি ৩২), এর মধ্যে ৩টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তামিলনাড়ু : ১০৩টি (সাধারণ ৫৪, তফসিলি জাতি ১৫, তফসিলি উপজাতি ৭, ওবিসি ২৭), এর মধ্যে ৪টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। আন্দামান ও নিকোবর : ১৩টি (সাধারণ ৭, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৫), এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। বিহার : ১০টি (সাধারণ ৭, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২), এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্দীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ছত্তিশগড় : ৫৬টি (সাধারণ ২৯, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ৪, ওবিসি ১৫), এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। হিমাচল প্রদেশ : ৫৩টি (সাধারণ ২৭, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ১৫), এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। জম্মু ও কাশ্মীর : ৮৪টি (সাধারণ ৫০, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ৬, ওবিসি ২২), এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ঝাড়খন্ড : ৪৫টি (সাধারণ ২৩, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ১২), এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। নর্দার্ন টেলিকম রিজিয়ন : ২৮টি (সাধারণ ১৪, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৮), এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। নর্থ ইস্ট–১ : ৯১টি (সাধারণ ৪৬, তফসিলি জাতি ১৪, তফসিলি উপজাতি ৭, ওবিসি ২৪), এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। নর্থ ইস্ট–২ : ১৭টি (সাধারণ ৯, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৪), এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ওড়িশা : ৯৪টি (সাধারণ ৪৬, তফসিলি জাতি ১৪, তফসিলি উপজাতি ৭, ওবিসি ২৭), এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। উত্তরাঞ্চল : ১০টি (সাধারণ ৭, ওবিসি ৩), এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। চেন্নাই টেলিকম ডিস্ট্রিক্ট : ৩৭টি (সাধারণ ২২, তফসিলি উপজাতি ১০, ওবিসি ৫), এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : টেলিকম, ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রিক্যাল রেডিও, কম্পিউটার, ইনস্ট্রুমেন্টেশন, ইনফর্মেশন টেকনোলজির মধ্যে যে কোনও একটি বিষয় নিয়ে বিই বা বিটেক অথবা ইলেক্ট্রনিক্স বা কম্পিউটার সায়েন্সে এমএসসি। সব ক্ষেত্রেই সঙ্গে গেট–২০১৭ পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট পত্রে উত্তীর্ণ হতে হবে। পত্রগুলি হল (ব্র্যাকেটে পেপার কোড) : কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইনফর্মেশন টেকনোলজি (সিএস), ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (ইসি), ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (ইই), এবং ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (আইএন)।

বয়স : ৬–৪–২০১৭ তারিখে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ১৬,৪০০, ৪০,৫০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে গেট–২০১৭ পরীক্ষায় প্রাপ্ত স্কোরের ভিত্তিতে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.externalexam.bsnl.co.in আবেদনের সময় গেট ২০১৭–র রেজিস্ট্রেশন আইডি উল্লেখ করতে হবে। আবেদন করা যাবে যেকোনও একটি টেলিকম সার্কেলে। সেক্ষেত্রে সেই নির্দিষ্ট সার্কেলের শূন্যপদ অনুযায়ী প্রার্থী বিবেচিত হবেন। প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ৬ এপ্রিল।

ফি বাবদ জমা দিতে হবে ৫০০ টাকা (তফসিলি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩০০ টাকা)। অনলাইন ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার পর ই–রিসিপ্ট এবং পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এগুলি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন, পরে প্রয়োজন হবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বর (০১১)–২৩৩৫–২৪৯১ এবং দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.externalexam.bsnl.co.in বা www.bsnl.co.in

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্ল্যাটফর্মম** –সোমেন পাল ● **কল্যাণী**–সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**–নরেন চক্রবর্তী ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/ভানু বুকস্টল ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–টি এন বুকস্টল ● **কালিন্দী**–বিশুদা ● **পি এন বি**– এস বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**–খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং/ সুমন মুখার্জী ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম সাহা ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

ডেথ সার্টিফিকেট না দেওয়ায় নার্সিংহোমে ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চিনপাই : ডেথ সার্টিফিকেট না দেওয়ার অভিযোগে ৪ মার্চ সিউড়ীর 'স্বস্তিক' নার্সিংহোমে ভাঙচুর চালালো মৃতের পরিবারের লোকজন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ২ মার্চ সর্দি জ্বর নিয়ে সিউড়ী সদর হাসপাতালে ভর্তি হয় চিনপাই পঞ্চায়েতের নারায়ণপুর গ্রামের শেখ জগদীশ (৫৬ বছর)। বন দফতরের কর্মী ছিলেন শেখ জগদীশ। শনিবার জগদীশকে সিউড়ী সদর হাসপাতাল রেফার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। কিন্তু জগদীশের পরিবার তাকে নিয়ে যায় সিউড়ীর 'স্বস্তিক' নার্সিংহোমে। প্রথমে রক্ত পরীক্ষা করে ২৫০০ টাকা বিল করে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ বলে দাবি মৃতের ছেলের।

তারপর আইসিইউ –তে ভর্তি করতে বলে জগদীশকে। প্রতিদিন আইসিইউ –র বেড ভাড়া হিসাবে ১০০০০ টাকা দাবি করে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। জগদীশকে ১৫ দিন আইসিইউ –তে রাখতে হবে বলে জানায় তারা। আইসিইউ চার্জ দিতে অপারগ জগদীশের পরিবার এরপর তাকে নিয়ে বর্ধমান যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্সে তোলার সময় দুপুর ২টা নাগাদ মারা যায় জগদীশ। মৃত জগদীশের ডেথ সার্টিফিকেট দাবি করে জগদীশের পরিবার। কিন্তু তা দিতে অস্বীকার করে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। এরপরই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে মৃত জগদীশের পরিবারের লোকজন। তাদের হাতে আক্রান্ত হয় চিকিৎসক হরিওম দয়াল, নার্স রিজিয়া সুলতানা। ভাঙচুর চালানো হয় নার্সিংহোমে। ডিএসপি –র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশের উপস্থিতিতে মৃতের পরিবারকে ডেথ সার্টিফিকেট দিলেও চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ অস্বীকার করেছে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। দুই পক্ষই সিউড়ী থানায় অভিযোগ দায়ের করলেও এখনো পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয় নি।

চাকরি পাওয়ার দুই সপ্তাহ পর বাতিল ৪৪ শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ী : চাকুরিতে যোগদান করার দুই সপ্তাহের বেশি সময় পর বাতিল হয়ে গেল চুয়াল্লিশ জন প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষিকার নিয়োগ। শুনতে অবাক লাগলেও এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূম জেলায়। প্রশ্নের মুখে বীরভূম জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া। নাজ পারভিন, প্রদীপ সাহা, আরাধনা চৌধুরিরা সিউড়ী প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের অফিসে এসে হন্যে হয়ে ঘুরে যায়। তাদের অভিযোগ তাদেরকে বাতিলের সুনির্দিষ্ট করে কোনো কারণ জানাতে পারে নি সিউড়ীর প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ অফিস। সংসদের একটা সূত্রের দাবি, প্যারাটিচার ক্যাটাগরিতে আবেদন করেছিল তাই তাদের নিয়োগপত্র বাতিল হয়েছে। সিউড়ীর হুসনাবাদ গ্রামের নাজ পারভিন কড়িধ্যা কানাইপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাইথিয়ার প্রদীপ সাহা নলহাটি হরিওকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিল। রাতে কাউন্সেলিং করানোর তিনদিন পর নিয়োগপত্র পাই বলে দাবি প্রদীপ, পারভিনদের। 'এটা তো হওয়ারই ছিল', সংক্ষিপ্ত জবাব বীরভূম জেলার বিজেপি আইটি সেলের সদস্য কৃষানু সিংহের। ৪ মার্চ শনিবার দুপুরে প্রাথমিক টেট দুর্নীতি সহ একাধিক দুর্নীতির প্রতিবাদে মল্লারপুরে প্রতিবাদ মিছিল করে বিজেপি। দুপুরে মিছিল করে সিউড়ী বাসস্ট্যান্ডে পথ অবরোধ করে এসএফআই ডিওয়াইএফআই বীরভূম জেলা কমিটি। আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের হুঁশিয়ারি দেন প্রদীপ, পারভিনরা।

বীরভূম

সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ

অরিন্দম রায়চৌধুরী

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগর পুরসভার এলাকায় অশোকনগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতির জেরে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ উঠল হাসপাতালের বিরুদ্ধে। বুধবার সকালে এ ব্যাপারে রোগীর পরিবারের লোকজন হাসপাতালে বিক্ষোভও দেখান। পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। তার ভিত্তিতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট তলব করেছেন। পুলিশ জানিয়েছে। মৃত রোগীর নাম কামনা দাস (৩২)। তিনি 'খর্বকায়' ছিলেন। অশোকনগরের জনকল্যাণ পল্লি এলাকায় তাঁর বাড়ি। পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে কামনার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। ক্রমশ তার শারীরিক অসুবিধা বাড়তে থাকে। শ্বাসকষ্টের কারণেই মঙ্গলবার রাত ২টো নাগাদ পরিবারের লোকজন তাঁকে অশোকনগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে এমারজেন্সি বিভাগে নিয়ে যান। পরিবারের দাবি, সেখানে তখন একজন চিকিৎসক এবং একজন নার্স ছিলেন। রোগীর অসুবিধার কথা জানানোর পর তারা একটি ইঞ্জেকশন দেন। তারপর তাকে নেবুলাইজার দেওয়া হয়। অভিযোগ ওই চিকিৎসক নাকি পরিবারের লোকজনদের বলেন রোগী ঠিক আছেন ভর্তি রাখার প্রয়োজন নেই। ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে। সুস্থ হয়ে যাবেন। বাড়ি নিয়ে যান। কিন্তু পরিবারের দাবি, তখন রোগী অবস্থা মোটেও ভালো ছিল না। তখনও চরম শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু চিকিৎসক বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ায় তারা বাধ্য হয়ে রোগীকে নিয়ে আসেন। যদিও এই ঘটনার পর ওই চিকিৎসক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন তিনি রোগীকে বাড়ি চলে যাওয়ার কথা বলেননি। পরিবারের দাবি বাড়িতে ফিরেও রোগীর শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। কিছুতেই তা কমছিল না। বুধবার ভোরের দিকে শ্বাসকষ্ট ব্যাপক বেড়ে যায়। তারপর ফের ভোর ৫টা নাগাদ কামনাকে হাসপাতালের এমারজেন্সি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে ওই হাসপাতালেই মারা যান তিনি। তারপর ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের লোকজন তারা বিক্ষোভও দেখান। তাদের অভিযোগ, প্রথমবার যখন রোগীকে নিয়ে আসা হয়েছিল, তখনই যদি ঠিক চিকিৎসা করে ভর্তি রাখা হত, তাহলে এই ঘটনা ঘটত না। কিন্তু তা না করে ওইরকম একজন মুমূর্ষ রোগীকে হাসপাতাল থেকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল। তাই ঘটনার তদন্ত করে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। অশোকনগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সুপার সোমনাথ মন্ডল বলেন, শ্বাসকষ্ট নিয়ে ওই রোগী এসেছিলেন। রাতে যিনি কর্তব্যরত ছিলেন সেই চিকিৎসক তাঁর প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করেছিলেন। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এটি রিপোর্ট চেয়েছিলেন। আমরা তা পাঠিয়ে দিয়েছি। জেলা থেকে তদন্তও হবে। চিকিৎসার গাফিলতির বিষয়টি ছিল কিনা, তা দেখার জন্য মৃতদেহটি ময়না তদন্তে বারাসাত জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বেআইনি ভ্যান–অটোর দৌরাত্ম্য, চার দিনে মৃত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, উলুবেড়িয়া : উলুবেড়িয়ার কুলগাছিয়ার কাছে শ্রীরামপুরে মুম্বাই রোডে (৬ নম্বর জাতীয় সড়ক) গত শনিবার (৪ মার্চ) ভোরে একটি যাত্রীবাহী ইঞ্জিন ভ্যানের সাথে ট্রাকের সংঘর্ষে মারা যান ভ্যানের চালক আসাদুর রহমান (৪০) সহ এক মহিলা যাত্রী মাফুজা বেগম (৪০)। আহত হন দুই মহিলা সহ আরও তিনজন। মাঝে মাত্র তিনদিনের ব্যবধান। তারই মধ্যে আবারও একই জায়গায় গত মঙ্গলবার (৭ মার্চ) একটি অটো রিকশার পিছনে ধাক্কা মারে একটি বাস। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটোটি একটি ডাম্পারে ধাক্কা মেরে উল্টে যায়। মারা যান এক মহিলা অটো যাত্রী টগরী মাঝি (৪০)। আহত হন চার জন। উলুবেড়িয়া, কুলগাছিয়া, বাগনান প্রভৃতি এলাকায় জাতীয় সড়কের উপর দুর্ঘটনা এবং প্রাণহানি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় সড়কে ইঞ্জিনচালিত ভ্যান বা অটো রিকশা চলাচল পুরোপুরি নিষিদ্ধ। তার ওপর জাতীয় সড়ক সম্প্রসারিত হয়ে ছয় লেন বিশিষ্ট হওয়ায় গাড়ির গতি বেড়েছে। কিন্তু এই সব লাইসেন্স বিহীন অটোর রমরমা হওয়ায় এবং এই সমস্ত বে আইনি যান জাতীয় সড়কের ওপর যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে যাত্রী তোলায় বাড়ছে দুর্ঘটনা। তার ওপর অতিরিক্ত যাত্রী বহন তো আছেই। কিন্তু এ সব দিকে প্রশাসনিক কোনও নজরদারি নেই। সুতরাং যাত্রী সুরক্ষার বিষয়টিও অথৈ জলে।

সাঁতরাগাছি ঝিলকে বাঁচাতে উদ্যোগী জাতীয় পরিবেশ আদালত

বাপি লাল দে : হাওড়ার সাঁতরাগাছি ঝিল সংস্কারের উদ্যোগী হলো জাতীয় পরিবেশ আদালত। পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত ঝিলকে দূষণ মুক্ত করতে পরিবেশ আদালতে মামলা করেছিলেন। জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশে কমিটির প্রতিনিধিদল তদন্ত করে জানতে পারে জেলার নানা নর্দমা দিয়ে বিষাক্ত জল এসে ঝিলকে দূষিত করছে। কাঠগড়ায় হাওড়া পুর নিগমও। তাদের নানা নর্দমার নোংরা জল বেশি মাত্রায় বিষাক্ত করে চলেছে এই ঝিলকে। কোনও বিষাক্ত জল যাতে ঝিলের পরিবেশকে দূষিত করতে না পারে তার জন্য ইতিমধ্যে এক কোটি টাকার একটি প্রকল্পের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বেসরকারি সংস্থাকে। উল্লেখ্য সাঁতরাগাছি ঝিলে শীতকালে দলে দলে ভিড় করত পরিযায়ী পাখিরা যা সাঁতরাগাছিকে এক পর্যটনস্থলে পরিণত করেছিল। পর্যটকদের সমাবেশে পাল্টে গিয়েছিল অঞ্চলের অর্থনীতি। কিন্তু স্রেফ দূষণই সব শেষ করে দিল। এখন মুখ ফিরিয়েছে পাখিরা। এলাকার মানুষের রোজগারে ভাঁটার টান। এখন আদালতের নির্দেশে সুরাহা হয় কিনা সে দিকে তাকিয়ে সবাই।

কুলগাছিয়ায় দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : যাত্রীবাহী একটি ইঞ্জিন ভ্যানকে লরি ধাক্কা মারায় দুজন মারা যায় আর তিন যাত্রীকে গুরুতর অবস্থায় হাওড়া উলুবেড়িয়ার সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনাটি ঘটে হাওড়া কুলগাছিয়ার শ্রীরামপুরে ছয় নম্বর জাতীয় সড়কের কাছে। দুই মৃত ব্যক্তির মধ্যে একজন ইঞ্জিন গাড়ির চালক শেখ আসাদুল রহমান আর অপরজন যাত্রী মাফুজা বেগম। ঘাতক গাড়িটিকে কুলগাছিয়া পুলিশ আটক করলেও লরির চালক এবং হেল্পার পলাতক।

চটকলগুলি আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে

দীপক ঘোষ : ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ জুট ওয়াকার্স–এর ৫৯তম রাজ্য সম্মেলন হয় ৩ মার্চ বজবজ ঘোষ প্যালেসে। এই সম্মেলনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা হাওড়া, হুগলি সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ৪৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ২৫ জনের কমিটি গঠন হয়। সভাপতি নির্বাচিত হন ভগবানপ্রসাদ গুপ্তা সহ সভাপতি ধরমনাথ সিং সম্পাদক সেখ সামাদ কোষাধ্যক্ষ গরিব সাউ। এছাড়া রাজ্যে ৪৭ জনের কমিঠি গঠন হয়।

সম্মেলনে উল্লেখযোগ্যভাবে রাজ্যের চটকলগুলি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত তাই ত্রিপাক্ষিক চুক্তি লঙ্ঘন হওয়ার আগেই রাজ্যের সমস্ত চটকলের ইউনিয়ন গুলি আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে, সংগঠনের সম্পাদক সেখ সামাদ জানান গোটা মার্চ মাস জুড়ে বিভিন্ন মিলে কনভেনশনের প্রক্রিয়া চলবে। এবং এপ্রিল মাসের শেষে বিশাল শোভাযাত্রা সহযোগে রাণি রাসমনি রোডে মিছিল হবে। তরপর ওই দিনেই প্রতিবাদ সভা হবে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ১১ মার্চ – ১৭ মার্চ, ২০১৭

শিক্ষা চচ্চড়ি

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা এক মুখরোচক ঝাল চচ্চড়িতে পরিণত হয়েছে। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্রই দিশাহীনতার ছবি। শিক্ষক–পড়ুয়া সম্পর্ক খাদ্য খাদকের সমীকরণের পর্যবসিত। মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি বেসরকারি স্কুলের আর্থিক দাবি নিয়ে সোচ্চার হয়ে শিক্ষা চচ্চড়িতে আর একটু মশলা ঢেলেছেন। কিন্তু আখেড়ে লাভ শূন্য। সরকারি শিক্ষাকেন্দ্রগুলি মাফিয়াদের আখড়া হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন সেখানে ভাঙচুর, গালিগালাজ, অশান্তি চলছে। মুখ্যমন্ত্রী সরকারি–বেসরকারি সম্পত্তি নষ্ট হলে জরিমানার আইন করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করে ভাঙচুর যেন আরও বেড়েছে। এখন দাদাদের দেখাদেখি স্কুল পড়ুয়ারাও ভাঙচুরের দায়িত্ব নিয়ে ফেলেছে যা বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতির অধোগতিতে এক নতুন পালক যুক্ত করেছে।

এর মাঝে পড়ে সাধারণ মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। একদিকে পরিকাঠামোহীন–শিক্ষকহীন বিনাপয়সার সরকারি শিক্ষা। অন্যদিকে ঝাঁ চকচকে পরিকাঠামোয় অযৌক্তিক মূল্যের আধুনিক বেসরকারি শিক্ষা। মুখ্যমন্ত্রী এখানে বিবেকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। সরকারি শিক্ষার হাল ফেরানো তাঁর পক্ষে যেমন কঠিন কাজ তেমনি বেসরকারি শিক্ষার শোষণ চিহ্নিত করা তাঁর রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা। আসলে কিন্তু মঞ্চে যা হওার তাই হবে। এর বাইরে রয়েছে কিছু সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাব্যবস্থা। ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশন, ইসকন, সরস্বতী শিক্ষা মন্দির প্রমুখ। এখানে সরকারি প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতমাতার গান, বেদপুরাণ, রামায়ণ–মহাভারত গীতা পড়ানো হয়। সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী একে আরএসএসের শিক্ষা বলে বন্ধের হুমকি দিয়েছেন। সরকারের জন্য ফের ল্যাজেগোবরে হওয়ার আর এক পতের সূচনা করলেন শিক্ষামন্ত্রী। আরও এক শিক্ষা পশ্চিমবঙ্গে চোরা স্রোতের মত বয়ে চলেছে যার চর্চা চলছে বহু ঘরে ঘরে। এই শিক্ষার নাম জেহাদি শিক্ষা, ভারতবিরোধী শিক্ষা। এই শিক্ষা সম্পর্কে অবশ্য বিরুদ্ধে মুখ খুলতে গিয়ে ভয়ে গলা শুকিয়ে যায় শিক্ষামন্ত্রীর। কিন্তু তা বললে চলবে কেন। আপনি শিক্ষার দায়িত্বে আর ভয়কে জয় করাই তো শিক্ষার শিক্ষা।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

কর্ম–চরিত্রের উপর ইহার প্রভাব : কর্ম শব্দটি সংস্কৃত 'কৃ'–ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, 'কৃ'–ধাতুর অর্থ 'করা', যাহা কিছু করা হয়, তাহাই কর্ম। এই শব্দটির আবার পারিভাষিক অর্থ 'কর্মফল'। দার্শনিকভাবে ব্যবহৃত হইলে কখনও কখনও উহার অর্থ হয়–সেই সকল ফল, আমাদের পূর্ব কর্ম যেগুলির কারণ। কিন্তু কর্মযোগে আমাদের 'কর্ম' শব্দটি কেবল 'কাজ' অর্থেই ব্যবহার করিতে হইবে।মানবজাতির চরম লক্ষ্য–জ্ঞানলাভ।প্রাচ্য দর্শন আমাদের নিকটে এই একমাত্র লক্ষ্যের কথাই বলিয়াছেন। মানুষের চরম লক্ষ্য সুখ নয়, জ্ঞান। সুখ ও আনন্দ তো শেষ হইয়া যায়। সুখই চরম লক্ষ্য– এরূপ মনে করা ভ্রম।জগতে আমরা যত দুঃখ দেখিতে পাই, তাহার কারণ–মানুষ অজ্ঞের মতো মনে করে, সুখই আমাদের চরম লক্ষ্য। কালে মানুষ বুঝিতে পারে,সুখের দিকে নয়, জ্ঞানের দিকেই সে

ক্রমাগত চলিয়াছে। দুঃখ ও সুখ উভয়েই তাহার মহান শিক্ষক, সে শুভ এবং অশুভ হইতে সমভাবে শিক্ষা পায়।

সুখ–দুঃখ যেমন আমাদের মনের উপর দিয়া চলিয়া যায়, অমনি তাহারা উহার উপর নানাবিধ চিত্র রাখিয়া যায়, আর এই চিত্রসমষ্টি বা সংস্কার সমষ্টির ফলকেই আমরা মানুষের 'চরিত্র' বলি। কোন ব্যক্তির চরিত্র লইয়া আলোচনা করিয়া দেখ, বুঝিবে উহা প্রকৃতপক্ষে তাহার মনের প্রবৃত্তি–মনের প্রবণতাসমূহের সমষ্টিমাত্র। দেখিবে, সুখ–দুঃখ–দুই–ই সমভাবে তাহার চরিত্রগঠনের উপাদান, চরিত্রকে এক বিশেষ ছাঁচে ঢালিবার পক্ষে ভালমন্দ উভয়েরই সমান অংশ আছে, কোনও কোনও স্থলে সুখ অপেক্ষা বরং দুঃখ অধিকতর শিক্ষা দেয়।জগতের মহাপুরুষদের চরিত্র আলোচনা করিলে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুখ অপেক্ষা দুঃখ তাঁহাদিগকে অধিক শিক্ষা দিয়াছে–ধনৈশ্বর্য অপেক্ষা দারিদ্র্য অধিক শিক্ষা দিয়াছে, প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দারূপ আঘাতই তাঁহাদের অন্তরের অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে অধিক পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে।

এই জ্ঞান আবার মানুষের অন্তর্নিহিত। কোনও জ্ঞানই বাহির হইতে আসে না, সবই ভিতরে। আমরা যে বলি মানুষ 'জানে', ঠিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায়বলিতে গেলে বলিতে হইবে–মানুষ 'আবিষ্কার করে' বা 'আবরণ উন্মোচন করে'। 'ডিসকভার' শব্দটির অর্থ–অনন্ত জ্ঞানের খনিস্বরূপ নিজ আত্মা হইতে আবরণ সরাইয়া লওয়া। আমরা বলি, নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছেন।

ফেসবুক বার্তা

কলকাতা বদলানোর সঙ্গে বদলেছে শহর সংলগ্ন স্টেশনগুলিও। পুরোনো শিয়ালদহ স্টেশন দেখলে আজকের তার রূপের সঙ্গে মেলানো কঠিন হবে। ফেসবুকের অলিন্দে এবারের এই ছবিটি আজ থেকে ৪০ বছর আগের শিয়ালদহ স্টেশনের একাংশের।

ডাক্তারদের দিকে আঙুল তুলে সমাজ কি দায় এড়াতে পারে

নির্মল গোস্বামী

আমি কিছু দিন একজনের বাড়িতে ভাড়া ছিলাম। ছেলেটি ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়েছে। তারপর বহু পরিশ্রম করে ডেকরেটারের ব্যবসা চালাচ্ছে। বেশ কিছুটা জমি কিনে পাঁচখানা ঘর করেছে। তারই দুটো ঘর নিয়ে আমি থাকি। একদিন কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলল যে এইখানে আমি স্কুল খুলব। আমার দুটো ছেলে কোনও রকমে মাধ্যমিক পাশ করলে ওদের বসিয়ে দেব স্কুল চালাতে। সামনে মাঠ আছে ছেলেরা খেলা করবে। একটা দুটো দোলনা করে দেব। তোমার কি মনে হয় নির্মলদা চলবে না? আমি বললাম হ্যাঁ হ্যাঁ চলবে, কেন চলবে না। বর্তমানে জানি না সে স্কুল খুলেছে কিনা। তবে এই ঘটনা উল্লেখ করলাম এই জন্য যে আমাদের দেশে যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা চিকিৎসা কেন্দ্র খুলছে সেবার নাম করে, তাদের আসল উদ্দেশ্যটা কি তা পরিষ্কার বোঝা যাবে। যার শিক্ষার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই সেই অর্থে যে যদি স্কুল খোলে তবে তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হবে অর্থ কামানো। ঠিক ওইভাবেই গ্রামে গঞ্জে যত নার্সিং হোম গজিয়ে উঠেছে তার পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ্রামের কোয়াক ডাক্তাররাই তা খুলেছে। পাশ করা নামজাদা ডাক্তার নার্সিংহোম খুলেছে তার সংখ্যাটা কম। আর করপোরেট হাউসগুলো শিক্ষা এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে পুঁজি লগ্নি করছে এই জন্য যে, অন্য সেক্টরের থেকে এই সেক্টরে ঝুঁকি কম মুনাফা বেশি। অর্থাৎ এর বাজার এখন ভালো।

আমাদের দেশের অর্থনীতি যেহেতু পুঁজিবাদী অর্থনীতি, তাই এখানে যুক্তিগ্রাহ্য (লেজিটিমেট) মুনাফা বলে কিছু নেই। সর্বাধিক লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে এখানকার উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় না। সে স্কুল ব্যবসাই হোক আর হাসপাতাল ব্যবসাই হোক আর পাটের ব্যবসা হোক। মোড অব প্রডাকশন অর্থাৎ উৎপাদন উদ্দেশ্য এক। চোখের একটা লেন্সের দাম ৩০–৪০ হাজার টাকা কেন হবে? একটা পেসমেকারের দাম, একটা স্টেন্ট–এর দাম কেন লক্ষ লক্ষ টাকা হবে? একদিনে এক লক্ষ টাকা বিল কি করে হয়? ডাক্তার একবার ভিজিট করবে তার রেট কেন দশ হাজার টাকা হবে? আইসিইউ চার্জ কেন দিনে ত্রিশ হাজার টাকা হবে? এই সব প্রশ্নে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে আম জনতা উদ্বেলিত। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার হার্টের ব্লক ছাড়াবার জন্য যে স্টেন্ট ব্যবহার করা হয় তার রেট বেঁধে দিয়েছে। খুব ভাল কাজ। প্রশ্ন হল এই সব ব্যবস্থা চলছে কি করে? চলছে এই জন্য যে দামের জন্য কেউ কিন্তু চিকিৎসা না করিয়ে ফিরে যায় নি।

আগেই বলেছি যে সর্বোচ্চ লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের দেশে কোনও কিছুর উৎপাদন হয়। ১ টাকার জিনিস যদি লাখ টাকায় বিক্রি হয় তাই করবে পুঁজিপতিরা। দাম নির্ভর করে বাজারের চাহিদার উপর। আমরা জানি যে ১০–১৫ বছর আগে যে মোবাইল ৪০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে বর্তমানে মার্কেটে তার দাম দু হাজার টাকা। আগে তাহলে ওই কোম্পানিগুলো কত লাভ করত?

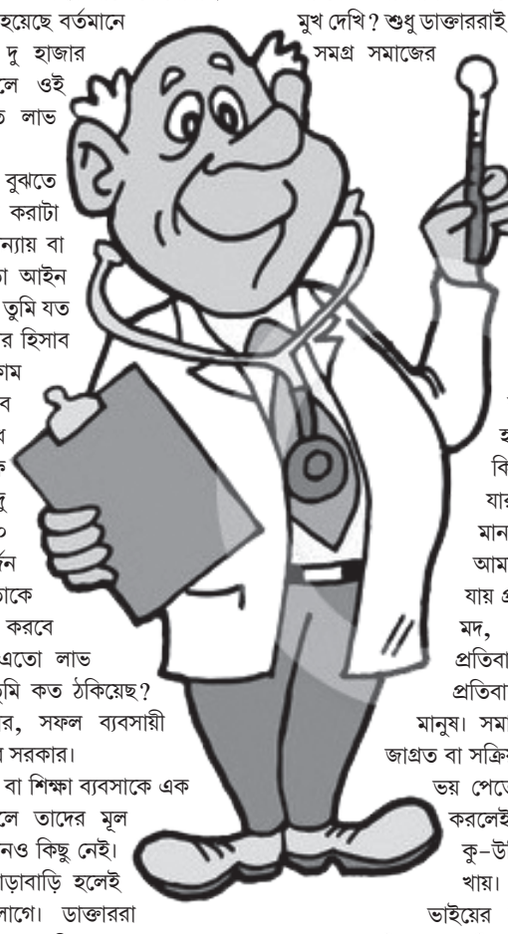

আমাদের বুঝতে হবে যে বেশি লাভ করাটা আমাদের সমাজে অন্যায় বা গর্হিত কাজ নয়। তা আইন সিদ্ধ। ব্যবসা চালিয়ে তুমি যত লাভ করেছ সরকারের হিসাব অনুসারে তার ইনকাম ট্যাক্স জমা দিলেই সব লাভ তোমার বৈধ হয়ে যাবে। এক লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে দু বছরে কেউ যদি ১০ কোটি টাকা উপার্জন করে তবে সরকার তাকে কোনও দিনই প্রশ্ন করবে না যে কেন তুমি এতো লাভ করেছ? মানুষকে তুমি কত ঠকিয়েছ? উল্টে তাকে কর্মবীর, সফল ব্যবসায়ী হিসাবে পুরস্কার দেবে সরকার।

চিকিৎসা ব্যবসা বা শিক্ষা ব্যবসাকে এক নিরিখে বিচার করলে তাদের মূল উদ্দেশ্যে অন্যায় কোনও কিছু নেই। প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি হলেই আমাদের চোখে লাগে। ডাক্তাররা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অমানবিক আচরণ করে–আরও একটু মানবিক হয়ে উঠলে ক্ষতি কি? সত্যিই তো। কিন্তু কেন হতে পারে না? এ যেন পুলিশকে বলা যে তুমি লাঠি চার্জ করার সময় একটুখানি হেসো। তাহলেই মানবিক পুলিশ হয়ে যাবে।

বড় প্রশ্ন হল ব্যবসা আর মানবিকতা পাশাপাশি চলতে পারে কি? মানবিকতা দেখাতে গেলেই হাসপাতালের অধিক লাভের ভাঁড়ারে টান পড়বে। ডাক্তারবাবুদের মানবিকতা নেই কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে আমাদের একটু তলিয়ে ভাবতে হবে। সমাজ যদি মানবিক হয়, তাহলে সেই সমাজে উৎপন্ন ব্যক্তি মানুষও মানবিক হতে বাধ্য। তা সে যে পেশাতেই থাক না কেন। আমরা কি সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে মানবিক মুখ দেখি? শুধু ডাক্তাররাই কি অমানবিক? তা তো নয়। সমগ্র সমাজের প্রেক্ষিতে যদি বিচার করা না যায় তাহলে ভুল মূল্যায়ণ হবে। রাস্তাঘাটে, বাজারে, পাড়ায় প্রতি নিয়ত অন্যায় অমানবিক ঘটনার সাক্ষী হচ্ছি আমরা। অথচ যে কোনও অজুহাতে আমরা প্রতিবাদে বা প্রতিরোধে পিছিয়ে আসি। ব্যস্ত রেল স্টেশনে, প্রকাশ্য রাস্তায় মেয়েদের ছুরি মেরে হত্যা করছে। মানুষ দেখছে কিন্তু কিছু করতে পারছে না। যারা দাঁড়িয়ে দেখল তারা কি মানবিক কর্তব্য পালন করল? আমাদের রাজ্যে প্রায়ই শোনা যায় প্রতিবাদীর মৃত্যু। গুন্ডাবাজী, মদ, জুয়া কারবার চালানোর প্রতিবাদে বা নারীর সম্ভ্রম বাঁচতে প্রতিবাদ করে আক্রান্ত হচ্ছে বহু মানুষ। সমাজের সম্মিলিত শক্তি যদি জাগ্রত বা সক্রিয় থাকত তাহলে অপরাধীরা ভয় পেতো। এখানে উল্টে প্রতিবাদ করলেই মার খেতে হবে। মেয়েকে কু–উক্তির প্রতিবাদে বাবা মার খায়। বোনের ইজ্জত বাঁচাতে ভাইয়ের মৃত্যু হয়। দেশের শাসন সমাজে প্রতিবাদের শক্তিকে অপরাধী থোড়াই কেয়ার করে। তাই তো তারা ভয়হীন। এক্ষেত্রে বাকি আমরা কি মানবিকতার পরিচয় রাখতে পারি? সমাজের সর্বস্তরে যে ঘুন ধরছে তার আমুল পরিবর্তন ছাড়া অন্য গতি নেই। আর তার জন্য চাই সামাজিক আন্দোলন। সমাজ দীর্ঘদিন নেতাদের উপর ভরসা করে দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যার প্রতি উদাসীন থেকেছে। তারই পরিণতি আজ ভোগ করছি। দক্ষিণের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আমাদের থেকে ভালো। আমরা অনেকেই জানি পশ্চিমবঙ্গে সব থেকে নামি ল্যাবের যে কোনও রিপোর্টকে তারা গ্রাহ্য করে না। তাহলে এদের প্রতি কেন এতো অবিশ্বাস? তার খোঁজ করে তার প্রতিকারে সমাজ কোনওদিন সচেষ্ট হয়েছে কি? আমি পয়সা দিয়ে যে পরীক্ষাগুলো করেছি বাকি ভারতের চিকিৎসকদের কাছে তার কোনও মূল্য নেই কেন? এই কেন–র সন্ধান বা সমাধান না করে আমরা উদাসীন থেকেছি।

আজ কোটি টাকা খরচ করে প্রাইভেট কলেজে ডাক্তারি যারা পড়ছে তারা কি সমাজ সেবার ব্রত নিয়ে তা করছে? আমার ছেলে হলে আমি বড় মুখ করে জনে জনে বলে বেড়াই এই জন্য কি? যে আমার ছেলে দুঃস্থ–অসুস্থ মানুষের সেবা করবে বলে আমার গর্ব। নাকি ছেলে অনেক রোজগার করবে বলে খুশিতে মা বাবা ডগমগ! বুকে হাত দিয়ে বলুন তো কোনটা। মা বাবারা বর্তমানে ছেলের পিছনে ইনভেস্ট করছে এই ভেবে যে ছেলে কত রোজগার করবে। ছেলে সমাজের সেবা করবে তার মধ্যে সর্ববিধ মানবিকগুণের বিকাশ হবে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে এই ভেবে কেউই আর ছেলেমেয়েদের মানুষ করার স্বপ্ন দেখে না। ফলে আমাদের চিন্তার মধ্যেই গলদ। আমাদের উদ্দেশ্যটাই স্বচ্ছ নয়। তাহলে স্বচ্ছ মানবিক সেবার দাবি আমরা করব কার থেকে? লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুস দিয়ে শিক্ষকতার চাকরি অনেকে নিচ্ছে। সমাজ জানছে দেখছে। যে শিক্ষক অনৈতিক পথে শিক্ষক হল তার কাছে ছাত্ররা কি নীতিশিক্ষা পেতে পারে? সমাজে কিন্তু এই নিয়ে কোনও আলোড়ন নেই। রামকৃষ্ণ মিশন এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘ আর্ত মানুষের সেবার জন্য হাসপাতাল চালায়। সেখানে ডাক্তার থেকে পরিচালন ব্যবস্থায় কোথাও অমানবিকতার ছোঁয়া নেই। তাদের উদ্দেশ্যটাই হল সেবা। আর অ্যাপেলো সহ অন্যান্য করপোরেট সংস্থা যারা হাসপাতাল খুলেছে তাদের উদ্দেশ্য মুনাফা করা। ঠিক এমনি ভাবেই ব্যক্তি ডাক্তারদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য— মানুষের সেবা করব সেই জন্য কঠোর অধ্যবসায় দ্বারা ডাক্তার হওয়া আর এই লাইনে প্রচুর পয়সা আছে তাই ডাক্তার হতে হবে–এই দুই উদ্দেশ্যমুখীনতার পার্থক্য তো হবেই। তার প্রভাব তো তার জীবনে পড়বেই। আমরা আমাদের সমাজ যেমন ভাবনায় পরিচালিত হচ্ছে তেমনই প্রতি অভিব্যক্তি আমরা পাচ্ছি। এর জন্য তাদের খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় না। ডাক্তারদের দিকে আঙুল তুলে সমাজ তার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না। প্রতিফল ভুগতে হবেই।

বিবেক নিকেতনে বিনামূল্যে শিক্ষাদান

নিজস্ব সংবাদদাতা : শিক্ষা ক্ষেত্রের ব্যয়ভারে যখন সাধারণ মানুষ নাজেহাল, মুখ্যমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে তখন নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি মনসাতলায় বিবেক নিকেতনে গত ৫ মার্চ সকাল এগারোটায় চালু করল বিনামূল্যে কোচিং সেন্টার। ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ। উপস্থিত ছিলেন সমিতির কার্যকরী কমিটির সমস্যা বাসবী চট্টোপাধ্যায়, সদস্য সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়, সুধীর নন্দী প্রমুখ ব্যক্তিরা।

মাতৃবিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৮ মার্চ রাত ১২টা ১৫ মিনিটে ৭৫ বছর বয়সে বেহালা সাহাপুর হাউজিংয়ের বাড়িতে পরলোক গমন করেন আলিপুর বার্তা পত্রিকার সম্পাদক ডঃ জয়ন্ত চৌধুরীর মাতৃদেবী মৈত্রেয়ী চৌধুরী। মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র ও দুই কন্যাসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের শোকে নিমগ্ন করে দীর্ঘদিন রোগভোগের পর পাড়ি দেন পরলোকে। নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি ও আলিপুর বার্তা পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করা হয়েছে।

গণ উপনয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুঁচুড়া : হুগলির চুঁচুড়া সুকান্ত নগর অনুকূল স্কুলের কাছে জিটি রোড সংলগ্ন সুকান্তনগর বজরংবলী মন্দির কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ৩৩ জন কিশোর উপনয়ন সূত্রে আবদ্ধ হলেন। ফাল্গুন মাসের ১ মার্চ ফুরফুরে বাতাস, হালকা শীত চারদিকে প্যান্ডেলের মধ্যে রংবাহারি আলোকসজ্জার সমাবেশে পুরোহিতরা এতগুলো ছেলের এক সঙ্গে উপনয়ন অনুষ্ঠান করেন। তবে আগে গণবিবাহ দেখা গিয়েছে। এবারে নতুন সংযোজন হল গণ উপনয়ন। এর আগে এ ধরনের অনুষ্ঠান দেখা যায়নি। মন্দিরের প্রধান ব্রাহ্মণ তপন পতি জানান, পশ্চিম বাংলায় হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে জাগ্রত করা। একেবারে পাকাপোক্ত উপনয়নের সমস্ত আয়োজন ছিল। হিন্দু জাতির মানুষরা হাজির ছিলেন সাক্ষী থাকার জন্য। এদের সঙ্গে আগেই যোগাযোগ ঘটেছিল। পুরোহিতরা এদের যথাযোগ্য সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। প্রত্যেকের জন্য জামাকাপড়ের সাজ থেকে শুরু করে গামছা, উত্তরীয়, খড়ম প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হিন্দু ব্রাহ্মণ সমাজে গরিব পরিবারে এই ধরনের গণ উপনয়ন আরও বেশি করে হওয়া প্রয়োজন। এই সংগঠনের পুরোধা প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় (রাজু) এই মন্তব্য করেন। সকলেই উপোস করে সকাল ৮টায় বৈদিক ও গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ হোমযজ্ঞ গীতা পাঠের মধ্য দিয়ে উপনয়ন সম্পূর্ণ হয়। সব মিলিয়ে এই গণউপনয়নের অনুষ্ঠান উৎসবের রূপ নিয়েছিল।

দেশলোক

উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় বিজেপি সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেতে পারে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের সর্ববৃহৎ রাজ্য উত্তরপ্রদেশ ৪০৩টি আসনের বিধানসভার নির্বাচনে মাসাধিক কালের ওপর রাজনৈতিক দলগুলির রোড শো, জনসভার মধ্যে ব্যস্ত ছিল। সব দলের মিছিলে বিপুল জনসমাবেশ হয়েছে। প্রচারের জৌলুস দেখে মনে হয় এবারের উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনে কালো টাকার ব্যবহার আদৌ কমেনি। এই প্রতিবেদন যখন প্রকাশিত হবে ততক্ষণ দেশের মানুষ সংবাদ মাধ্যম থেকে জেনে যাবে কে উত্তরপ্রদেশের মসনদ দখল করতে চলেছে। নরেন্দ্র মোদি লোকসভায় বাজেট অধিবেশন চলাকালীন সংসদে নামমাত্র উপস্থিত থেকে বেশিরভাগ সময়টা উত্তরপ্রদেশের বিধানসভার নির্বাচনে দলের দায়িত্ব একার কাঁধে নিয়ে সারা রাজ্য চষে বেড়িয়েছেন। ঠিক যেমনটি করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এই রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচনের প্রাক্কালে। ২৯৪টি বিধানসভার আসন একার লড়াই হিসাবে ঘোষণা করে ফলও পেয়েছিলেন হাতে নাতে। সারদা–নারদার চাপান উতোর, দলীয় নেতা নেত্রীদের সীমাহীন দূর্নীতি নিয়ে সমালোচনা, কংগ্রেস ও বামপন্থী জোটের উগ্র প্রচার, পথসভা কোনোটাই তাঁর পক্ষে অন্তরায় হয়ে ওঠেনি। অবশ্য বেশ কিছু বিধানসভা আসনে বামেদের ভোট বি জে পি কেটে তৃণমূলের সুবিধা করে দিয়েছিল যেটা তৃণমূল দল বিধানসভা ভোটের ফলাফলের পর কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছিল। ২৭ শতাংশ মুসলিম ভোট আর গ্রামের কৃষকদের অকুণ্ঠ সর্মথনের ওপর ভিত্তি করে এই রাজ্যে গত বিধানসভায় তৃণমূল দল ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছিল।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় জাতপাতের উর্দ্ধে উঠে হিন্দু ভোটকে সংগঠিত করে উত্তরপ্রদেশে ৮০টির মধ্যে ৭০টি লোকসভার আসনে জয়লাভ করে বি জে পি অনন্য নজির সৃষ্টি করেছিল। তবে এবারকার ভোটে আঞ্চলিক দল যেমন সপা বা বহুজন সমাজবাদী পার্টি তাদের আঞ্চলিক ও জাতপাতের প্রভাব নিয়ে বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করছে। সব থেকে করুণ অবস্থা শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেস দলের। বহু বছর ধরে চলে আসা দলের রাঘববোয়ালদের নানাবিধ আর্থিক কেলেঙ্কারী এক সময়কার গৌরবজ্জল পারিবারিক ইমেজকে এখন তলানিতে এনে দিয়েছে। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য এখন আঞ্চলিক দলের স্মরাণাপন্ন হতে হয়েছে। এতে কংগ্রেসের সুবিধা হলেও সপার এই নিবার্চনে ভরাডুবি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তার ওপর মূলায়ম, অখিলেশ যাদব ও শিবপাল যাদবের ইগোর লড়াই উত্তরপ্রদেশের আমজনতা ভালভাবে নেয়নি। কংগ্রেসের নিজস্ব ভোট ব্যাঙ্ক ৬ শতাংশ আর মুসলিম ভোটের জোগান কতটা কাজে আসবে বলা যাচ্ছেনা। উত্তরপ্রদেশের ভোটারের বিন্যাস অনুযায়ী ১১ শতাংশ ব্রাহ্মণ বা উচ্চশ্রেণির ভোট যা একসময় কংগ্রেসের তাবড় তাবড় নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত হত এখন তার বেশ কিছু অংশ বিজেপির দিকে চলে গেছে। ৮ শতাংশ যাদব ভোট যা অখিলেশের মূল পুঁজি। বিজেপি অঙ্ক কষেই যাদব সম্প্রদায়ের বাইরে ওবিসি জাতিভুক্ত কেশব প্রসাদকে রাজ্য সভাপতি করেছে। ১৩ শতাংশ মুসলিম ভোট যা নিয়ে এখন সপা কংগ্রেস জোট আর বহুজন সমাজবাদী পার্টির মধ্যে টানাটানি চলছে। মায়বতী হিসাব করে ৯৭ জন মুসলিম প্রার্থীকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে যার সুফল এবারের উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনের সামগ্রিক ভাবে তারা পেতে পারে। তবে শিক্ষিত শ্রেণির মুসলিমদের একটা বড় অংশ গোঁড়া মুসলিম ধর্মগুরুদের আচার আচরণ এবং উত্তরপ্রদেশে বেড়ে চলা জঙ্গি কার্যকলাপে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। এমনকী তালাক নিয়ে ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ অনেক মুসলিম রমনীরা পচ্ছন্দ করছেন না। তাঁরা তলে তলে হয়তো বিজেপি কে সর্মথন করতে পারেন।

রাজনাথ সিংহের পুত্র এবারের নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। উত্তরপ্রদেশের বিশাল সংখ্যক দলিত শ্রেণির মানুষ এখনও বহেনজীকে তাদের কাছের লোক ভাবে এবং হাতি চিহ্নে এবারকার উত্তরপ্রদেশের ভোটে ভালই প্রভাব পড়বে। তা ছাড়া মায়াবতীর বিরুদ্ধে যতই দুর্নীতির কালি লেগে থাকুক না কেন তাঁর সময়ের সুশাসনকে সকলে মনে রেখেছে। যেহেতু অন্যান্য রাজ্যের মত নোট বন্দীর সেরকম প্রভাব উত্তরপ্রদেশের জনমানষের ওপর পড়েনি এবং অন্যান্য রাজ্যের মতো উত্তরপ্রদেশের আমজনতা বিষয়টিকে সাদরে গ্রহণ করেছে এর সুফল উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে বি জে পি কিছুটা পেতে পারে। তার ওপর এবারকার কেন্দ্রীয় কৃষি বাজেটে বেশ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যাতে উত্তরপ্রদেশ জুড়ে আখচাষিরা লাভবান হতে পারেন। তার ওপর রাম মন্দির নিয়ে ভোটের আগে উত্তরপ্রদেশে যে ভাবাবেগ উস্কে দেওয়া হয়েছে তাতে হিন্দুভোট সংগঠিত হয়ে উত্তরপ্রদেশের জাতপাত নিয়ে প্রচলিত ধারণা পাল্টে যেতে পারে। তার ওপর মাসাধিক কাল ধরে নরেন্দ্র মোদীর সারা রাজ্য জুড়ে আবেগসুলভ ভাষণ এবং মানুষের জন্য কিছু করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা ভোটের ওপর ভালই প্রভাব ফেলবে। সব দেখেশুনে মনে হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় বিজেপি সংখ্যা গরিষ্ঠ দল হলেও আশ্চর্যের কিছু থাকবেনা। অবশ্য শেষ কথা বলবে ১১ মার্চ।

সতীপীঠ বাসের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলার কেন্দুলির বাউল উৎসবে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কথা দিয়েছিলেন বীরভূম জেলার সতীপীঠগুলির মধ্যে সরকারি বাস পরিষেবা চালু করবেন। সেইকথা রেখে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার দুটি সরকারি বাসের সূচনা করলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মন্ডল। একটি বাস বোলপুর থেকে ছেড়ে রাজনগর (ভায়া – সিউড়ী) যাবে। অতিক্রম করবে ৬৩ কিমি দূরত্ব। ভাড়া মাত্র ৪২ টাকা। অপর বাসটি যাবে বক্রেশ্বর থেকে সিউড়ী, তারাপীঠ হয়ে নলহাটি নলাটেশ্বরী মন্দির। ৯৭ কিমি দূরত্ব অতিক্রম করবে। ভাড়া ৭০ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। খুশি গোটা বীরভূমবাসী।

ঐতিহাসিক গ্রন্থাগারের রোগ সারাতে উদ্যোগী প্রশাসন

প্রথম পাতার পর

গ্রন্থাগারে বই পরিষেবাও ব্যাহত হচ্ছে। রিডিং রুমে ঢোকার মুখে লেখা রয়েছে ''আপনি সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারির আওতায় রয়েছেন।'' কিন্তু ভিতরে যে সিসিটিভি ক্যামেরাটি রয়েছে গত ছয়মাস ধরে তা শর্ট সার্কিট হয়ে খারাপ হয়ে রয়েছে। গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে একটি গোলাপের বাগান ছিল সেই স্থানটি এখন আগাছায় পরিপূর্ণ। জেরক্স মেশিনটি বহুদিন ধরে খারাপ হয়ে পড়ে আছে। গ্রন্থাগারের পাশেই রয়েছে কর্মী আবাসন। সেই আবাসনে বহুদিন ধরেই সপরিবারে কর্মীরা থাকেন। কিন্তু অতি সম্প্রতি হুগলি জেলা প্রশাসন থেকে সে আবাসিক কর্মীদের জানিয়ে দেওয়া হয় যে যতদিন ধরে তারা এখানে থাকছেন ততদিনের ইলেক্ট্রিকের বিল দিতে হবে অথবা নতুন করে ইলেক্ট্রিক মিটার নিতে হবে। অন্যদিকে কর্মীদের বক্তব্য যেদিন থেকে তারা এখানে থাকছে সেদিন থেকে তৎকালীন গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয় তাদের ইলেক্ট্রিকের বিল গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকেই প্রদান করা হবে। এর পাশাপাশি কর্মী আবাসন থেকে মূল বেতনের প্রায় ১৫ শতাংশ হাউস রেন্ট প্রদান করে আসছে। গত ১ মার্চ হুগলি জেলা প্রশাসন এই কর্মী আবাসনের বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন করে দেয়। অতি সম্প্রতি রাজ্য সরকারে নির্দেশ আনুসারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় প্রত্যেক গ্রন্থাগারে বছরে প্রায় ৫২ টি অনুষ্ঠান করতে হবে। কিন্তু এই পাঠাগারে অনুষ্ঠানের জন্য যে সেমিনার হলটি ব্যবহার করা হত তার আসন সংখ্যা প্রায় ৩৫০। বর্তমানে এই সেমিনার ঘরটির ভাড়া নির্ধারিত হয়েছে প্রায় ১০,০০০ টাকা। আগে এই গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে শিশুমেলা, দোলের আগের দিন বসন্তোৎসব উদযাপিত হত। কিন্তু হুগলি জেলা প্রশাসনের নির্দেশে এখনও পর্যন্ত বসন্তোৎসব উদযাপনের কোন অনুমতি দেওয়া হয় নি। এই গ্রন্থাগারের সমস্যা ও তার সমাধানকল্পে গ্রন্থাগারটি পরিদর্শনে আসেন রাজ্যের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের সচিব মণীষ জৈন, মহানির্দেক স্বরূপ কুমার পাল, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন ও জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন মহানির্দেশক কিশোর কৃষ্ণ ব্যানার্জী, হুগলি জেলাশাসক সঞ্জয় কুমার বনসল প্রমুখ। সরকারি প্রতিনিধিবৃন্দ সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, আগামী ৭ – ১০ দিনের মধ্যে দুটো হলঘর ও একটি সেমিনার হলটি মেরামত করে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হবে। এর সঙ্গে শিশু, মহিলা ও বয়স্ক নাগরিকেরা যাতে বাড়ি থেকে বই নিয়ে এসে এখানে পড়তে পারে তার জন্য গরমকালে সকাল ৯টা – রাত ৯ টা পর্যন্ত পরিষেবা দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি এদের জন্য একটি 'ফুডিং কর্ণার' খোলার পরিকল্পনা রয়েছে বলে তাঁরা জানান। ভেতরে একটি লকার তৈরি করা হতে পারে যেখানে এই সকল পাঠকরা তাদের বইও রাখতে পারবে। এখানে যে অনুষ্ঠানগুলি হবে সেই অনুষ্ঠানের পাবলিক অ্যাড্রেস তৈরি করার জন্য সরকার থেকে আর্থিক সাহায্য করা হবে। গ্রন্থাগারে ফুলের বাগান তৈরি, সিসটিভি ক্যামেরা মেরামত করা, চুক্তিভিত্তিক কর্মী, অবসরপ্রাপ্ত কর্মী নিয়োগ, গঙ্গার ঘাটের সামনে সৌন্দর্য্যায়ন করা, ডিজিটাল করা বইগুলর ক্যালগিং করা, ওয়েবসাইটে তাদের একটি তালিকা প্রকাশ করা ইত্যাদির পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে বলে উপস্থিত কর্তাব্যক্তিরা জানান।

ভুয়ো অ্যাকাউন্টে ৪৭ লাখ টাকার লেনদেন

নোটিশে টনক নড়লো সিভিক ভলান্টিয়ারের

অভীক মিত্র : বীরভূম জেলার এক সিভিক ভলান্টিয়ারের নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট বানিয়ে ৪৬ লাখ ৭২ হাজার ৯৫৭ টাকা লেনদেন হয়েছে। আয়কর দফতরের চিঠি পাওয়ার পর টনক নড়ে ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের। নাম সুদীপ পাল (৩২ বছর)। সুদীপের বাড়ী বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর থানার কামারহাটি গ্রামে। ফের কাঠগড়ায় বীরভূমের সাঁইথিয়া আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক। এর আগে সাইথিয়া নেতাজীপল্লীর ধূপ বিক্রেতা তাপস গুহর নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট বানিয়ে ৫২ লক্ষ টাকা লেনদেন করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছিলো। আয়কর দপ্তরের চিঠি পাওয়ার পর সিউড়ী আদালতে সাঁইথিয়া আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে মামলা করে তাপস। এই মামলা লড়ছেন সিউড়ী আদালতের আইনজীবী সব্রুত মুখার্জী।

ফের আর এক ঘটনা। এবার বলি সুদীপ। গ্রামে ছোটো খামার চালায় সুদীপ। বাবা, মা, স্ত্রী ও এক শিশুকন্যা নিয়ে তার সংসার। গোল্ড লোনের জন্য সুদীপ ২০১২ সালে সাঁইথিয়া আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলে। ২০১৫ সালের জানুয়ারী মাসে আয়কর দপ্তর থেকে আসা চিঠিতেই সুদীপ প্রথম জানতে পারে তার নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট হয়েছে। সেভিংস অ্যাকাউন্ট নম্বর ১৬০৩০১৫০০০৮১৮। চার মাস আগে আয়কর দপ্তর ২৬ লাখ ৮১ হাজার ৩৭০ টাকা আয়কর জমা দিতে বলে 'ডিমান্ড নোটিস' পাঠায় সুদীপকে। এই ব্যাপারে সাঁইথিয়া থানা অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে বলে সংবাদমাধ্যমকে জানায় সুদীপ। দুর্ব্যবহার করে সাঁইথিয়া আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কও।

এরপর সুদীপ যোগাযোগ করে সিউড়ী আদালতের আইনজীবী সব্রুত মুখ্যাজীর সঙ্গে। ১৬ জানুয়ারি সোমবার রেজিস্টার্ড ডাকে সাইথিয়া থানা এবং জেলা পুলিস সুপারের কাছে অভিযোগ পাঠিয়েছে সুদীপ। সাত দিনের মধ্যে পুলিস মামলা রুজু না করলে সিউড়ীর মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের (সিজিএম) আদালতে ৪৭১ (বিশ্বাসঘাতকতা), ৪২০ (প্রতারনা) ও ৪০৬ (মিথ্যা দলিল তৈরি করা) ধারায় মামলা দায়ের করার হুঁশিয়ারি দিয়েছে সে।

রেশন গোডাউন সিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : খাদ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বরানগরের রেশন ডিস্ট্রিবিউটারের দুটি খাদ্য গুদাম সিল করে দিল বরানগর থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে রেশন ডিস্ট্রিবিউটারের দুর্নীতির জন্যই সরকারের পক্ষ থেকে এই কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন বেশ কিছুদিন ধরে স্থানীয় মানুষ অভিযোগ করছিলেন রেশন ডিস্ট্রিবিউটারের দুর্নীতি নিয়ে। অভিযোগের সত্যতা বিচার করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রেশন দোকানের কিছু কাগজপত্রও বাজেয়াপ্ত করা হয়।

দুবস্তা আধার কার্ড নর্দমায়

বাপী লাল দে : শনিবার হাওড়া গোলাবাড়ি থানা এলাকার রোজ মেরি লেনের একটি নর্দমার সামনে দুটি বস্তা পরে থাকায় এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি পুলিশকে জানালে পুলিশ এসে বস্তা দুটি আটক করে নিয়ে যায়। বস্তা দুটি খুলে উদ্ধার হয় বেশ কয়েক হাজার আধার কার্ড। তবে সবকটি আধার কার্ডই বিহারের ঠিকানায় ছিল বলে জানা গিয়েছে। কে বা কারা এই দুটি বস্তা ফেলে গিয়েছে তা জানা না গেলেও গোলাবাড়ি থানার পুলিশ, তদন্ত শুরু করেছে— মূল চক্রি কে বা কারা তা জানার জন্যে। আধার কার্ড গুলি মুখবন্ধ খামে ছিল।

মৃতার বাড়িতে প্রাক্তনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : অশোকনগরের জনকল্যাণপল্লি এলাকায় মৃতা যুবতী কামনা দাসের বাড়িতে বৃহস্পতিবার সকালে গেলেন প্রাক্তনমন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। যেহেতু ওই যুবতী 'খর্বকায়' ছিলেন তাই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মেলনীর তরফে প্রাক্তনমন্ত্রী তার বাড়িতে গিয়েছিলেন। অশোকনগরে স্টে জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগে কামনা দাসের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের তরফে তদন্তও শুরু হয়েছে। আর্থিক সহায়তা করার পাশাপাশি ওই পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়।

বিজেপি অফিসে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারাসাত থানার কাছাকাছি হরিতলা (মোড় সংলগ্ন এলাকায় জেলা বিজেপি পার্টি অফিসে শনিবার রাতে চুরি হয়। রবিবার বিজেপি নেতারা জেলা দফতরে গিয়ে দেখেন পার্টি অফিসের দরজার তিনটে তালা ভাঙা। জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় জানান, পার্টি অফিস থেকে দুটি কম্পিউটার ২৪ হাজার টাকা চুরি হয়েছে। বিষয়টি জানানো হয়েছে পুলিশকে। বারাসাত থানার পুলিশ জানিয়েছে, এক নৈশ প্রহরীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

সমীক্ষায় অভিভাবকদের মতামত

বিবিআইটি স্কুল এক আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ মোল্লারগেট থেকে আছিপুর এবং সন্তোষপুর থেকে আমতলা পর্যন্ত বিভিন্ন বাংলা মিডিয়াম এবং ইংরাজী মিডিয়াম স্কুলে বাবা ও মায়েদের সাথে কথা বলেছি দীর্ঘ ৬মাস ধরে। আমাদের কিছু প্রশ্ন ছিলঃ–

১) স্কুলে প।।শোনার গুণমান কেমন? ২) স্কুল থেকে মেন রোড কত দূরে? ৩) স্কুলে নিজস্ব খেলার মাঠ আছে কিনা? ৪) স্কুলের নিজস্ব জিম, সুইমিংপুল আছে কিনা? ৫) বাচ্চারা যে সব জিনিস বুঝতে পারে না তার জন্য আলাদা কোনো কাউন্সিলর আছে কিনা? ৬) স্কুলের নিজেদের ক্যাম্পাসের মধ্যে ক্যান্টিন এবং সুস্বাদু খাবারের ব্যবস্থা আছে কিনা? ৭) স্কুলে নিজেদের ক্যাম্পাসের মধ্যে অডিটোরিয়াম হল আছে কিনা?

এইসব প্রশ্ন বাবা ও মায়েদের সামনে রেখেছিলাম তার উত্তর পাওয়া যায় ভালো পরিবেশ বলতে সেরকম কিছু নেই। কিন্তু বি. বি. আই. টি. পাবলিক স্কুলের অভিভাবকরা বলেছেন মনোরম পরিবেশে গ।ে উঠেছে স্কুলটি। প।।শোনা ভালোই হয়। বাচ্চারা যেসব গা।তে যাতায়াত করে তাদেরকে রাস্তায় নামতে হয়। এটা একটা ভয়ের কারণ থেকে যায়। সেদিক থেকে বিচার করলে বি. বি. আই. টি. পাবলিক স্কুলের ভিতরে গা।ি প্রবেশ করে। আর খেলার মাঠ সব স্কুলে নেই অন্যের মাঠ ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু বি. বি. আই. টি. পাবলিক স্কুলে নিজেদের মাঠ আছে– জিম, সুইমিংপুল আছে যেটা অন্য স্কুলের বাচ্চারা ব্যবহার করে। এছা।ও ছোটো বাচ্চাদের আলাদা মাঠ ও পার্ক আছে। যেসব বাচ্চারা প।।শোনা বা অন্য জিনিস বুঝতে পারে না, তাদের জন্য আলাদাভাবে কাউন্সেলিং করানো হয়ে থাকে। অন্য বাবা ও মায়েরা বলেছেন– তাদের আলাদা ক্যান্টিন নেই। বি. বি. আই. টি. পাবলিক স্কুলের অভিভাবকরা বলেছেন তাদের নিজস্ব ক্যান্টিন আছে। এছা।। বি. বি. আই. টি. স্কুল ক্যাম্পাসের মধ্যে ১০০০জন বসার অডিটোরিয়াম হল আছে। এবার শুনতে পারছি বিভিন্ন অভিভাবকরা বলছেন যে তাদের সন্তানদের কথা চিন্তা করে C.B.S.E. বোর্ড অনুমোদিত বি. বি. আই. টি. পাবলিক স্কুলে বাচ্চাদের ভর্তি করাবে কারণ এক্ষণে ভর্তি করালে বি. বি. আই. টি. ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বি. টেক. এবং ডিপ্লোমা প।।নোর সময় ছা। পাওয়া যাবে।

আনসেফ ড্রাইভ

প্রথম পাতার পর

বাসিন্দাদের বক্তব্য– এই সব দেখে আমাদের ছেলে মেয়েরা কি শিক্ষা পাচ্ছে? বিশেষ করে দক্ষিণ কলকাতা পাটুলি, নেতাজিনগর, বাঁশদ্রোনী, রিজেন্ট পার্ক, গাঙ্গুলী বাগান, যাদবপুর এর মতন এলাকা থেকে বাইকগুলো এসে ফাঁকা জায়গা পেয়ে যে যা ইচ্ছা খুশি করে যাচ্ছে। প্রশাসনের কোন কঠোর শাসন নেই বেয়াদপির উপরে। এই প্রসঙ্গে এক ট্রাফিক সার্জেন্ট বলেন –আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি যাতে করে ট্রাফিক আইন মেনে চলে। কি রকম চেষ্ঠা? মাথায় হেলমেট না থাকলে একজনের জন্য ১০০টাকা জরিমানা করে স্লিপ ধরিয়ে দিচ্ছি আর যদি দুজন থাকে ২০০ টাকা স্লিপ কাটা হচ্ছে ।এছাড়া যদি কারোর বাইকের কাগজ পত্র গন্ডগোল থাকে তাহলে বেশী করে ফাইন নেওয়া হচ্ছে । এর থেকে আমাদের বেশী কিছু করার নেই।আমাদের ট্রাফিক পুলিশেরা তিন দিকে রয়েছে, যেমন গড়িয়া, কামালগাজী ও রাজপুরে। এখনও পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে কামাল গাজী মোড় সোনরপুর যাওয়ার রাস্তায় ও কালিতলা, রাজপুর, হরিনাভীতে ট্রাফিক ফাইন কে অগ্রাহ্য করে বেপরোয়াভাবে হেলমেট বিহীন বাইক চলছে । আধিকারিকের বক্তব্য কি করবো বলুন এতো দুর্ঘটনা দেখেও শিক্ষা হয়নি ।নিজেরা বা বাড়ীর লোকেরা সতর্ক না হলে কাউর কিছুই করার নেই।

আলিপুর বার্তার সারকুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

আলিপুর বার্তায় যেকোনও বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে ০৩৩২৪৭৯৮৫৯১

ভ্রম সংশোধন

গত ১৮ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখের আলিপুর বার্তায় সাগর ব্লক চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের পক্ষে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে আর্থিক বর্ষ ভুলবশত ২০১৭–২০১৮–র পরিবর্তে ২০১৬–২০১৭ ছাপা হয়েছে। চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট অফিসারের পক্ষ থেকে এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

নাম পরিবর্তন

আমি বারুইপুর নোটারি পাবলিকের ৫/১/২০১৭ তারিখের এফিডেভিট বলে মুসলিম হইতে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত হইলাম এবং ফতেমা খাতুনের পরিবর্তে জলি দাস নামে পরিচিত হইলাম। জলি দাস ও ফতেমা খাতুন এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি।

জলি দাস
৩ ফরিদপুর, বারুইপুর
দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

মুখ্যমন্ত্রীর নীতি আদর্শকে পাথেয় করে মানুষকে নিয়ে চলতে চান শোভনদেব অনুগামী প্রণব নন্দন

কল্যাণ রায়চৌধুরী

মূলতঃ দক্ষিণপন্থী শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে দিয়েই সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ

কাজের মানুষ প্রণব নন্দন

উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসত পুরসভার ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রণব নন্দন (মাধু) চৌধুরীর। ১৯৮৪ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পড়াকালীন ছাত্র পরিষদ নিয়ে রাজনীতির আঙিনায় প্রথম প্রবেশ। তখন তিনি পূর্বতন বারাসত সান্ধ্য কলেজ (বর্তমানে বারাসত কলেজ)–এর ছাত্র। তবে সক্রিয় রাজনীতিতে নামেন ১৯৮৬–র ডিসেম্বরে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিইউসিতে যুক্ত হওয়ার পর। তাঁরই রাজনৈতিক শিক্ষা ও পরামর্শে আজও চলেন মাধু।

জানালেন, শোভনদেবের ঋণ শোধ হওয়ার নয়। ছাত্রজীবনেই রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার পর সামাজিক কর্মকান্ডের সুবাদেই মাধু হয়ে ওঠেন এলাকার মানুষের কাজের ও কাছের মানুষ। এ কারণে ১৯৯৩ সালে শোভনদেবের উদ্যোগে তিনি যখন প্রথম কংগ্রেসপ্রার্থী হিসেবে এই ওয়ার্ডে পঞ্চায়েত নির্বাচনে দাঁড়ান, তখন স্থানীয় মানুষ তাঁকে উজাড় করে ভোট দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় এনে দেয়। এ প্রসঙ্গে প্রণবনন্দন বলেন, 'বিভিন্ন গঠনমূলক সামাজিক কর্মকান্ডে মানুষের পাশে থাকা ও মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলার এটাই সুফল। কারণ বামফ্রন্ট ছিল তখন একেবারে মধ্য গগনে।' পরে ১৯৯৫ সালে এই ওয়ার্ডটি বারাসত পুরসভাভুক্ত হয়। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুগামী হওয়ার কারণে তদানীন্তন কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য ঘটে। ফলে তিনি কংগ্রেস করবেন না বলে মনস্থির করেন। এরপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন প্রথম তৃণমূল কংগ্রেস দল গঠন করেন, তখন শোভনদেবের হাত ধরে তিনিও তৃণমূলে যোগদান করেন। এরপর তৃণমূলের নিজস্ব প্রতীকে ২০০০ সালে বারাসত পুর নির্বাচনে তৎকালীন সাংসদ ডা. রঞ্জিত পাঁজা ও তৎকালীন বিধায়ক অশোক (গোপাল) মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রণবনন্দন এই ওয়ার্ড থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তখন এই ওয়ার্ডটি ছিল ৩০ নম্বর। ডি লিমিটেশনের পরে এটি ৩২ হয়। প্রথম তৃণমূল প্রার্থ হিসেবে প্রণবানন্দন বিপুল ভোটে জয়ী হন। বামফ্রন্টের আমলেই প্রণবানন্দের হাত ধরে এখানে উন্নয়নের সূচনা হয়।

এরপর ২০০৫–এও জয়ী হন তিনি। পুরবোর্ড ছিল বামেদের। এই পর্বে তিনি হন বিরোধী দলনেতা। ২০১০ সালে আসনটি সংরক্ষিত হওয়ায় তিনি প্রার্থী হন নি। পরবর্তীতে ওয়ার্ডটি আবার সাধারণ হওয়ার প্রণবনন্দন পুনরায় প্রার্থী হন। আবার জয়ীও হন। কার্যত প্রণববন্দনের সাংগঠনিক নেতৃত্বে ২০০০ সাল থেকেই এই ওয়ার্ডটি ধরে রাখে তৃণমূল। জানালেন, বামফ্রন্টের আমলে ব্যাপক লড়াই আন্দোলন করে তাঁকে উন্নয়নের কাজ করতে হয়েছে। যেহেতু এলাকায় প্রণবনন্দনের ব্যবহার ও মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ব্যাপক নিবিড়, তাই তাঁর হাত ধরেই এলাকায় দলীয় সংগঠন ব্যাপক মজবুত হয়ে ওঠে। বর্তমানে বারাসত পুর বোর্ড তৃণমূলের হওয়ার কারণে তাঁর কাজ করতে সুবিধা হচ্ছে। আর এই উন্নয়নের কান্ডে তাঁকে উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা করে চলেছেন পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায় ও উপপুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায় বলে জানান তিনি। বর্তমান পর্বের উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বর্তমান পুর বোর্ডের সবচেয়ে বড় জয় হল, খাল সংস্কার। যা গোটা পুর এলাকার নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটায়।

এর ফলে এই ওয়ার্ড এখন জলমগ্নতার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। এই খাল সংস্কারের পাশাপাশি কভারসহ বড় হাইড্রেন নির্মাণ পুর এলাকার নিকাশি ব্যবস্থায় কার্যত বিপ্লব ঘটিয়েছে। এছাড়া বিগত দিনে এখানে পানীয় জলের একটা বড় সমস্যা ছিল। কিন্তু বর্তমান পর্বে অলিতে–গলিতে জলের লাইন পৌঁছনোর ফলে সেই সমস্যার দূরীকরণ সম্ভব হয়েছে। এরপর গঙ্গার জলও শোধন হয়ে খুব শীঘ্রই পানীয় জল হয়ে আসতে চলেছে।' জানালেন, গোটা ওয়ার্ডকে উন্নত আলোর ব্যবস্থায় মুড়ে দিতে চলেছেন। যার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। এলাকার সমস্ত বড় রাস্তাগুলোর সংস্কার ও আধুনিকীকরণের পাশাপাশি সমস্ত প্রত্যন্ত রাস্তাগুলোও ঢালাই করা হয়েছে। ৩২ নম্বর ওয়ার্ডটিতে পূর্বাশা, রামকৃষ্ণপল্লি, আপনপল্লি ও বলাকা নামে চারটি বাস্তু। এহেন ওয়ার্ডকেই মডেল ওয়ার্ডে রূপান্তরিত করতে চান প্রণবনন্দন ওরফে মাধু।

পুরএলাকা পরিক্রমা

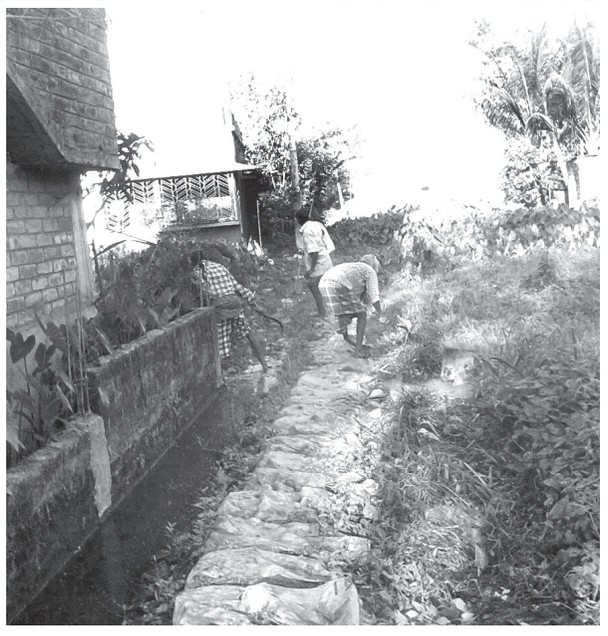

উপরে : কাজ চলছে এলাকা পরিষ্কারের (বাঁ দিকে)। ভাঙাচোরা রাস্তায় পিচ পড়ে উন্নয়ন চলছে পথ–ঘাটের (ডান দিকে)।
নিচে : এলাকার উন্নয়নের কাজ সর্বক্ষণ ঘুরে দেখেন জনপ্রিয় কাউন্সিলর প্রণব নন্দন (বাঁ দিকে)। নালাও পরিষ্কার হচ্ছে নিয়মিত (ডান দিকে)।

আমাদের প্রতিনিধি ● ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ : মেহেবুব গাজী– ৭৪০৭০৩৮৮৮৩/ বারুইপুর : অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার –৯৭৪৮১২৫৭০০/ ক্যানিং : বিশ্বজিৎ পাল –৯৩৩৩১২৭৫৭৮, ৯৮০০১৪৬৬১৭

থেমে গেল লোকসঙ্গীতের গবেষণা

লোকগান ছিল কালিকার প্রাণ

দীপককুমার বড় পণ্ডা

গত ৭ মার্চ বাংলা লোকগানের জনপ্রিয় গায়ক কালিকাপ্রসাদ ভ–চার্যর জীবন শেষ হল এক সাঙ্ঘাতিক পথ দুর্ঘটনায়। মৃত্যুর সময় ওর বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর। কালিকা আমার সহকর্মী ছিল। আমরা একসঙ্গে অনেকদিন কাজ করেছি। এছাড়াও 'সোহাগনামা' নামে একটা পত্রিকা আমরা বার করতাম। খুব বলিষ্ঠ লেখার হাত ছিল ওর। ও নানা বিষয়ে ভাবতে পারত। ভাবনায় একটা আধুনিকতা ছিল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যে এম এ করেছিল সে। তাই, সাহিত্যে ওর একটা ব্যুৎপত্তি ছিল। বই মেলায় 'সোহাগনামা' বিক্রি হত। কালিকা গান করত, আমরা পত্রিকা বেচতাম। তখন কালিকার এই খ্যাতি ছিল না। কিন্তু, গানটা তখনও ভালই করত।

ওর গান শুনে আমাদের এক বন্ধু সহকর্মী ডা: শৈবাল জানা বলেছিলেন, 'কালিকা কিন্তু গানটাকে পেশা করতে পারে। ওর গান নিয়েই থাকা উচিৎ।' আমরা হাসতাম। ও নিজেও কেমন অবাক হত। একদিন ও সত্যি সত্যি চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। অনেক চড়াই উৎরাই পথ পেরিয়ে ও শৈবাল দা–র কথা প্রমাণ করে দিয়েছিল। সেই সময়ের অনেক কথা এখন মনে পড়ছে। কিন্তু সব কথা বলতে ইচ্ছে করে না, হয়তো বলতে নেইও। কোনো কোনো দিন আমি আর কালিকা যেতাম হাওড়া খড়গপুর রেল লাইনে আন্দুল। আন্দুলে আমাদের আর এক সহকর্মীর বাড়ি ছিল। বেশিরভাগ দিন ওদের বাড়ি পৌঁছতে আমাদের রাত হত। আন্দুল স্টেশনে নেমে তখন কোনো রি'া কিংবা অন্য কোনো যানবাহন চোখে পড়ত না। গোটা রাস্তা শুনশান ফাঁকা। আমরা হাঁটা লাগাতাম। কালিকা গান করত, আর আমি একা শ্রোতা।

সেই বাড়িতে যখন পৌঁছাতাম, তখন প্রায় মধ্যরাত। চুপি চুপি আমাদের সহকর্মীটি দরজা খুলত। ওর বাবা নামী অধ্যাপক ছিলেন। বাড়িতে একটা শৃঙ্খলার পরিবেশ ছিল। আমরা সেই বাড়ির ছাদে ওঠার পর সমস্ত শৃঙ্খলা ভেঙে তছনচ হয়ে যেত। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর কালিকা উদাত্ত কণ্ঠে গান ধরত। আন্দুলের সেই গ্রামে চারদিকে ধানের মাঠ। কখনও কখনও জ্যোৎস্না রাত থাকলে, সে এক মোহময় পরিবেশ তৈরি হত। শুধুতো গান নয়, গান বিষয়ে নানা আলোচনা করত। লোকসঙ্গীত শিল্পীদের সম্বন্ধে ও মরমী কথা বলত। এই জগৎ সম্বন্ধে একটা শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, আবেগ তখনও ছিল ওর। ওর গান কিংবা আলোচনা শুনে প্রশংসা করলে, জোরে হৈ হৈ করে হাসত।

পরের দিন আমরা আবার বেরিয়ে পড়তাম। মূলত গরিব নিম্নবর্গের মানুষদের বসবাসের এলাকাগুলিতে যেতে চাইত। আমরা যেতাম, গল্প করতাম। ও সব কথা মন দিয়ে শুনত। তখন সে একেবারে নিষ্ঠাবান গবেষক। যৌনকর্মীর সন্তানদের নিয়ে একটি কর্মশালা পরিচালনা করল একবার। সেখানে দেখলাম, কি দক্ষতার সঙ্গে যৌনকর্মীদের কিংবা তাঁদের সন্তানদের ক্ষমতায়নে শিক্ষার ভূমিকা বিষয়ে আলোকপাত করছে। একটা স্বপ্ন তৈরি হয়েছিল সেইসময়।

যাকগে, সেসব অনেক দিন আগের কথা। কয়েকদিন আগে, আমাকে সেইসময়ের এক সহকর্মী প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, কালিকার এত খ্যাতি কেন?' উত্তরটার জন্য বেশি ভাবিনি। বললাম, 'কালিকা গানটা বোঝে, শুধু গলা দিয়ে গায় না, হৃদয় এবং বুদ্ধি দিয়ে গায়।' প্রশ্নকর্তা বললেন, আর কোনো কারণ আছে? বললাম, 'হ্যাঁ। কালিকা নিজের শেকড়টা চেনে। নিজের মাটিকে ভালবাসে। বরাক উপত্যকার মানুষের কথা বলত।' আর সেই কারণেই কালিকা মাটির কাছাকাছি থাকতে পারত। বিখ্যাত হবার পরও সবার সঙ্গে আপনভাবে মিশতে পারত, যাকে বলে 'ডাউন টু আর্থ'। এর সঙ্গে মিশব, ওর সঙ্গে মিশব না, এসব কিছু ছিল না। ওর মধ্যে কোনো ব্যক্তিত্বের সঙ্কট ছিল না। খুব স্পষ্ট কথা বলত।

তাই, হয়তো কোনো রাজনৈতিক দল ওকে পরম আপন করে নেয়নি। হতে পারে রাজনীতি তাকে ব্যবহার করেছিল। রাজনীতিতে সত্যি কথাতো বলা মুশকিল। আর ও বড় বেশি সত্যি বলত। ছাত্র জীবনে এস এফ আই করত। পরবর্তীকালে বর্তমান শাসক দলের ঘনিষ্ঠ ছিল। বাইরে থেকে দেখলে তাই মনে হয়। কিন্তু, সেটাই সত্যি কিনা বলা মুশকিল।

এর বাইরেও ওর অন্য একটা জীবন ছিল। কিছুদিন আগে দমদম এলাকায় একটা মেলায় অনুষ্ঠান করতে এসেছিল। আমিও সেই মেলায় গেছিলাম। দূরে দাঁড়িয়েছিলাম। ও কাছে এসে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'অনুষ্ঠান শুরু হতে একটু দেরী আছে, চল তোমার ছেলের সঙ্গে গল্প করে আসি।' খ্যাতির চূড়ান্ত জায়গায় থেকেও কি সহজ থাকতে পেরেছিল। এটাই ওকে অনন্য করেছিল।

'সারেগামাপা' অনুষ্ঠান করার আগে অনেককিছুর মতন গুরুসদয় দত্ত–র লেখা ব্রতচারীর গানগুলো নিয়ে খুব ভাবনাচিন্তা করছিল। কয়েকটি গান শুনিয়েছিল ওই অনুষ্ঠানে। কিছু ভুল হল পরিবেশনের সময়। ওকে সে কথা জানালাম। বলল, 'এ বিষয়ে আরো পড়াশোনা করতে হবে। অনুষ্ঠানটা করার জন্য তাড়াহুড়ো করতে হয়েছিল।' এই মনটা ওর ছিল। অযথা কোনো অহঙ্কার নয়, যুক্তিটা বোঝার চেষ্টা ছিল। লোকসঙ্গীতের প্রতি মানুষের যে অবহেলা ছিল, সেটা বদলে দিয়েছিল কালিকা। বুঝিয়ে দিয়েছিল, সবটার মধ্যেই গবেষণা থাকা দরকার। গবেষণার মাধ্যমে সঠিক জিনিস সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারলে তার বাজার আছে। সেই বাজারেই তোলপাড় ফেলে দিয়েছিল সে। কালিকার হাত ধরেই লোকগানের শিল্পীরা বাঁচার স্বপ্ন দেখেছিলেন। একটা হাওয়া তুলেছিল। আমরা শিকড়ের টান অনুভব করছিলাম।

কালিকা আমার সহকর্মী, কালিকা আমার বন্ধু এইসব ভেবে যে চাপা গর্ব আমার ছিল, তা ভেঙে চুরমার হল ওর মৃত্যুর পর। বুঝলাম, কালিকাকে সমস্ত বাংলাভাষী মানুষেরা ভালবাসেন। কালিকা শুধু আমাদের কয়েকজনের বন্ধু বা সহকর্মী নয়, ও সবার, ও আমজনতার। ওর মৃত্যুর দিন পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্ত থেকে অনেক মানুষ কেঁদে কেঁদে ফোন করেছিলেন। আমি চুপ করেছিলাম। ভাবছিলাম, শোকের বয়স তিনদিন, আমাদের শোক কেটে যাবে একসময়। কালিকার ছয় বছরের মেয়েটার কী হবে? ওতো বাবার বুকের ওপর হাপুস নয়নে কেঁদেই চলেছে।

শক্তিরূপেণ সংস্থিতা

সংসারে স্বচ্ছলতা আনতে ফুল তোলে গ্রামীণ মহিলারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাগনান : স্বাবলম্বী নয়। সামান্য একটু স্বচ্ছলতা। আর তা আনতেই সব কাজের মাঝে দুইবেলা সময় বের করে দামোদরের চরের

ফুল বাগানে ফুল তোলা। এটাই হল হাওড়া জেলার দামোদর চর সংলগ্ন জেলে পাড়া, চন্দ্রপুর, ঘোড়াঘাটা প্রভৃতি অঞ্চলের গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের জীবন। সূর্য ওঠার আগেই সকাল শুরু হয় এঁদের। গৃহস্থালীর কাজ সেরে কেউ স্কুলে পাঠরত কন্যাসহ কেউবা একাই যান অন্যের বাগানে ফুল তুলতে। এই অঞ্চলগুলিতে নদীর পাড় বা তৎ–সংলগ্ন এলাকার বিস্তৃর্ণ জায়গা জুড়ে মরসুম অনুযায়ী বাণিজ্যিকভাবে বিভিন্ন ফুলের চাষ হয়। তাই ফুল তোলার কাজে প্রচুর পরিমানে সস্তা শ্রমিক লাগে। এই কাজে স্বল্প পারিশ্রমিকে শুধুমাত্র মহিলারাই এগিয়ে আসেন। ফুল তোলা শেষ হলে তা পৌঁছে দিতে হয় মালিকের বাড়িতে। তারপর এই মহিলাদের মধ্যে কেউ কেউ যান অন্যের বাড়িতে পরিচারিকার কাজে। কেউ বা নিজের সংসারের কাজেই হাত লাগান। স্কুলে পাঠরত ছাত্রীরা যে যার পড়াশুনায় মন দেয়। বছরে প্রায় আট নয় মাস পাওয়া যায় এই কাজ। গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের মেয়ে বউরা এইভাবেই সচেষ্ট থাকেন তাঁদের সংসারের স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে।

লড়াইয়ের পথেই বেঁচে থাকার স্বপ্ন

মলয় সুর, চন্দননগর : কারও লড়াই বাঁচার জন্য, কারও আবার বাঁচাটাই লড়াই করার জন্য। এভাবেই জীবনের বড় একটা অংশ কাটিয়ে দিয়েছেন চন্দননগর শহরের মহিলা কাজল পাল। পরিবারের অন্ন সংস্থানের জন্য এই মহিলা বেছে নিয়েছেন এমন পথ, সচরাচর মহিলাদের এই পথে হাঁটতে দেখা যায় না। তাকে প্রতিদিন চন্দননগর স্টেশনের আপ প্ল্যাটফর্মে খবরের কাগজ বিক্রি করতে দেখা যাবে। ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে একেবারে রাত্রি দশটা পর্যন্ত। এর মধ্যে দুপুরে খাওয়ার জন্য বাড়ি আসতে হয়। টানা ৩০ বছর। ভোর হলেই কাজল পাল সোজা চলে আসেন চন্দননগর স্টেশনে। হাওড়া থেকে লোকাল ট্রেনে খবরের কাগজের বান্ডিল নামিয়ে কাগজগুলি ভাগ করে রাখেন। এরপর তাঁর অধীনে রাখা কয়েকজন ছেলেকে এ পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাগজ বিক্রি করেন তাদের পাঠিয়ে দেন। এই ব্যবসাটা তাঁর স্বামী অসীম পালের। কিন্তু একবার স্বামী অসীমের প্রচন্ড শরীর অসুস্থ হওয়ার পর দায়িত্বের ব্যাটন কাঁধে তুলে নেন স্ত্রী কাজল। এই খবরের কাগজের পয়সায় দোতলা বাড়ি করেছেন। স্বামীকে এখন টোটো কিনে দিয়েছেন। মেয়ের বিয়ে দিছেন। একদা সামান্য জীবন এখন অনেকটাই সচ্ছল। তবুও পুরনো সঙ্গীকে ছাড়েননি কাজল। আজও সকাল হলেই বেড়িয়ে পরেন। বললেন কী করে ভুলব। এই কাগজ বিক্রির টাকা থেকেই তো স্বামীর চিকিৎসা করিয়েছিলাম। না হলে তো ওকে বাঁচানোই যেত না। এভাবেই গত তিন দশক ধরে তিলে তিলে সংসার বাড়িয়ে তুলেছেন তিনি। সেই থেকেই চলছে। বৃষ্টি–রোদ–গরম উপেক্ষা করে প্রত্যেকদিন ভোরে চন্দননগর স্টেশন। সেখান থেকে শুরু হয় বিক্রি বাট্টা। এভাবেই এগিয়ে চলছে জীবনের চাকা।

রক্তের দাগ

নাবালিকাকে অত্যাচার সৎমার

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়ার নগর যুবার বদরতলার বাসিন্দা অভিযুক্ত ঝর্ণা সিকদারকে এলাকার লোকজন পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। এগারো বছরের বালিকাকে ব্যাপক মারধর করে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তার সৎমার বিরুদ্ধে। অত্যাচারিতা নাবালিকা হাবড়ার আক্রমপুর হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। তার মা মারা যাওয়ার পরে বছর ছয়েক আগে বনগার ঠাকুরনগরের ঝর্ণাকে বিয়ে করে ছাত্রীর বাবা বাপি সিকদার। এলাকার লোকজনের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে সৎ মেয়েকে নিয়ে অশান্তি শুরু করে ঝর্ণা। গৃহস্থালির কাজ নিয়ে প্রায়ই সৎ মেয়েকে সে মারধর করত। ঝর্ণার বিরুদ্ধে লঘু দোষে গুরু দণ্ড দেওয়ার অভিযোগ করেছেন প্রতিবেশীরা। যে কোনও অজুহাতে মারধর করা হত মেয়েটিকে। তার মামা দীনেশ সিকদার বলে, 'এর আগেও ওর উপর মানসিক ও শারীরিক ভাবে নির্যাতন করেছিল ঝর্ণা। মাত্র এগারো বছরের মেয়েকে এইভাবে কেউ যে মারতে পারে না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না।

সম্প্রতি ঝর্ণার ব্যাপক মারধরে নাবালিকার শরীরের কয়েকজ জায়গা কেটে যায়। সেখানে নুন ছিটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তার পরে নাবালিকাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় ঝর্ণা। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই স্থানীয় ক্লাবের কয়েকজন যুবক ঝর্ণাকে আটকে রেখে পুলিশে জানায়। খবর পান তার মামাও। নাবালিকার বাবা বলেন আমি এতদিন সকালে কাজে বের হই, বাড়িতে ফিরি রাতে, মেয়েকে মারধরের বিষয়টা জানি না।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় লোকশিল্পীদের কর্মশালা

মুখ্যমন্ত্রী অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন : মন্টুরাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : আন্তর্জাতিক নারী দিবসে দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর মধুসূদন মঞ্চে লোকশিল্পীদের নিয়ে এক কর্মশালার আয়োজন করেছিল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, অতিরিক্ত জেলা শাসক সাগর চট্টোপাধ্যায়, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার চন্দ্রশেখর বর্ধন ইউনিসেফের স্বাস্থ্য বিভাগের ডাঃ সুরেশ ঠাকুর, জেলার সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ি সহ বিশিষ্ট আধিকারিকগণ। লোকশিল্পীদের কর্মশালায় মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা তিনজন লোকশিল্পীর হাতে চেক প্রদান করেন। তিনি বলেন, গ্রামের হত দরিদ্র লোকশিল্পীদের বিগত সরকার স্মরণ করেনি। হত দরিদ্র শিল্পীরা তাদের কর্মজীবন ভুলে যাচ্ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী তাদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন ২০১১ সাল থেকে। গ্রামের লোকশিল্পীদের বাউল,

একতারাটা নিজেদের ঘরের কোনায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় প্রায় ৪০৯০ জন লোকশিল্পী আছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অতিরিক্ত জেলা সুপার পুলিশ চন্দ্রশেখর বর্ধন বলেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার যেভাবে নারী ও শিশু পাচার হচ্ছে। সেটাকে আমরা আটকানোর জন্য মানুষকে সচেতন করতে উদ্যোগী হয়েছি। আমরা লোকশিল্পীদের কাজে লাগাতে চাই।

এদিনের লোকশিল্পীদের কর্মশালায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ৪০৯০ জনের মধ্যে ৫০০ জনকে নিয়ে অনুষ্ঠানটি হয়। এই লোকশিল্পীরা তাঁরা তাদের নিয়ে কর্মপ্রতিভা মধুসূদন মঞ্চে তুলে ধরেন। সরকারি নানা সামাজিক প্রকল্পগুলোকে তরজা, বাউল ও গানের মাধ্যমে সুন্দরভাবে তুলে ধরেন লোকশিল্পীরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি দক্ষতার সঙ্গে এবং বাচিক শিল্পীর আঙ্গিকে সঞ্চালনা করেন জেলার তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক লিপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফ্যামিলি প্ল্যানিং অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার নারী দিবস

স্মৃতিলতা বিশ্বাস : গত ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ফ্যামিলি প্ল্যানিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সংস্থার সভাপতি ডঃ চিন্ময় কুমার বোস বলেন, আমাদের মূল উদ্দেশ্য হল নিগৃহীত নারীদের পাশে দাঁড়ানো। কারণ তাদের জন্য কিছু ঠিক মতো করা হয় না। আমরা তাদের জন্য সত্যিকারের কিছু করতে চাই।

তাই এই সংস্থা তাদের কাজের সম্পর্কে অবগত করার জন্য

মিডিয়াকে পাশে চায়। এদিনের অনুষ্ঠানে সংস্থার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন– প্রকাশ কিল (সমাজসেবী), ডঃ দিপান্বিতা হাজারি (সেক্রেটারি), সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাত্যকি মজুমদার (শিল্পী), ডঃ বনানী বসু, পাপড়ি দাস, অশোক রায় (সমাজসেবী), সুমন রায় (গবেষক)।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্পাদক ডঃ দিপান্বিতা হাজারি বলেন নারী নিগৃহীত ঘটনার ব্যাপারে আমাদের সংস্থা যেভাবে কাজ করছে, আমরা চাই আমাদের কাজের পাশে আরও মানুষ এসে সহযোগিতা করুক। তাতে হয়ত ভবিষ্যতে যে সব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দুষ্কর্মের সঙ্গে জড়িত হবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সুবিধা হবে।

নারী দিবসে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের র‍্যালি

সোনারপুর হরহরিতলায় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে নারী দিবসে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায় ও রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান শান্তা সরকার সহ এলাকার অন্যান্য কাউন্সিলররা। এছাড়াও অংশগ্রহণ করেন প্রায় এক হাজার জন মহিলা। – নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির বজবজ–২ নম্বর ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে গত ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবসে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি সংগঠিত হল। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে গোটা জেলা জুড়েই নারী দিবস উদযাপিত হয়। বজবজ–২ নম্বর ব্লকে র‍্যালি শুরু হয় ব্লক অফিস থেকে। বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে নোদাখালি নতুন রাস্তায় র‍্যালিটি শেষ হয়। কয়েক হাজার মহিলা এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালির নেতৃত্বে ছিলেন বজরং ২ নম্বর ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও কার্যকরী সভাপতি যথাক্রমে তাপস চক্রবর্তী ও বুচান বন্দ্যোপাধ্যায়, আইসিডিএসের তৃনমূল ট্রেড ইউনিয়নের সভানেত্রী রুণা দাস সাঁতরা, যুবনেতা সেখ বাপী প্রমুখ।

ক্যানিং ১ নম্বর ব্লকে তৃণমূল মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে একটি পদযাত্রার আয়োজন করা হয় নারী দিবসের দিন। পা মেলান কয়েকশো মহিলা। নেতৃত্বে ছিলেন মাতলা–১ পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মঞ্জুনাথ দাস ও প্রমুখরা।

–নিজস্ব চিত্র

ঐতিহাসিক যুব সমাবেশের ডাক শোভনের

নিজস্ব প্রতিনিধি : সর্বভারতীয় যুব তৃণমুল কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক বন্দোপাধ্যায় গত ১৮ অক্টোবর দুর্ঘটনা হবার পর এই প্রথম ডায়মন্ডহারবারে এসডিও মাঠে আগামী ২ এপ্রিল বক্তব্য রাখতে চলেছেন যুব তৃণমুল কর্মীদের উদ্দেশে। এই জনসভায় প্রস্তুতি নেবার জন্য সোনারপুরে জয়হিন্দ অডিটোরিয়ামে এক কর্মী সম্মেলন হয়ে গেল। সেদিন ৫ হাজারের বেশি কর্মীর উপস্থিতিতে মন্ত্রী ও মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমাদের উপরে বহু আক্রমণ হয়েছে। মমতাদির উপরে আক্রমণ হয়েছে হাজরা থেকে ক্যানিং পর্য্যন্ত। ঠিক তেমনই অভিষেকের উপরে ষড়যন্ত্র করে দিল্লি রোডে আক্রমণ চালিয়েছে চক্রান্তকারীরা। সুতরাং আমাদের কর্মীদের বলব যেন সাম্প্রদায়িক শক্তি ও মৌলবাদীদের চক্রান্তে পা না দেয়। তারা যেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সংগঠনকে ভাঙতে না পারে। কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, এবার আমরা সব কটা পঞ্চায়েত আসনে জিতব। সুতরাং এখন থেকেই সকলকে নেমে পড়তে হবে। স্বাধীনতা আমলের পরে এই প্রথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছে ডায়মন্ডহারবারে। গোটা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় জেলা যুব সংগঠনকে মজবুত করতে হবে। এরপর বলেন, আমি সওকত মোল্লাকে দায়িত্ব দিয়েছি সমস্ত বুথ থেকে যাতে গাড়ি যায় ডায়মন্ডহারবারে। সাগর থেকে বেহালা। সমস্ত যুব সম্প্রদায়ককে দায়িত্ব নিতে হবে। ইদানীং দেখা যাচ্ছে মূল তৃণমুলের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছে যুব তৃণমূল। এর কারণ কেউ কাউকে সম্মান দিচ্ছে না। সবাই নেতা হবার চেষ্টা করছে। বহু নেতা দলকে

বাঁচানোর বদলে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। এই করে নিজেদের মধ্যে ঝামেলা হচ্ছে, বাইরের শক্তি এসে পড়ছে। মূল তৃণমুলকে সম্মান দিতে হবে। এই ঐতিহাসিক জনসভাকে আমরা দ্বিতীয় ব্রিগেড বানাব। এটাই আমাদের লক্ষ্য। এরপর সওকত মোল্লা বলেন, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ৮২২৪টি বুথ আছে। প্রতেকটি বুথ থেকে গাড়ি ছাড়তে হবে ডায়মন্ডহারবারে। এই জনসভায় লক্ষাধিক কর্মীকে উপস্থিতি থাকতে হবে। কেউ যেন সেদিন ঘরে বসে না থাকে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আইএনটিটিইউসির সভাপতি শক্তিপদ মন্ডল বলেন, শুধু মিছিল, মিটিং আর পোস্টার মারলে চলবে না সংগঠনকে মজবুত ও শক্তিশালী করতে হবে। জয়হিন্দ অডিটোরিয়ামে হাজার হাজার কর্মী সমাবেশের দায়িত্বে ছিলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগার যুব তৃণমূল কার্য্যকরী সভাপতি অনিরুদ্ধ হালদার (পার্থ)ও সোনারপুর উত্তর বিধানসভার যুব তৃণমূলের কংগ্রেসের সভাপতি অমিতাভ দত্ত (পাপাই)।

মাঙ্গলিকী

বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্সের বার্ষিক উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা : পিকনিক গার্ডেনে অবস্থিত 'বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্সে'–এর বার্ষিক উৎসব (২০১৭) অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত ১১ এবং ১২ ফেব্রুয়ারি (শনিবার এবং রবিবার)। উৎসবের অঙ্গ হিসাবে ছিল স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৫তম জন্মদিবস উদযাপন এবং ভগিনী নিবেদিতার সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উদযাপন। সভামঞ্চটি তৈরি করা হয়েছিল অবন্তিকা আবাসনের কাছেই। শনিবার সকালে এই উৎসবের উদ্বোধন হয়।

পরে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদামণি, বিবেকানন্দ, নিবেদিতাকে নিয়ে ক্যুইজের আসর বসে। এবং সেই সঙ্গে তাঁদের উপরে তাৎক্ষণিক বক্তৃতা মিনিট পাঁচ করে। এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এই সংস্থার সম্পাদক স্বনামধন্য অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক ড. তাপস বসু। দুপুর ২টায় এক আলোচনা সভার আসর বসে। আলোচনার বিষয় : ''স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার আদর্শ অনুসরণে ছাত্র সমাজ।'' আলোচক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও চলচিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। তিনি কথায় ও টুকরো টুকরো গানে জমিয়ে দিলেন আলোচনা সভা।

বিশেষ করে বিবেকানন্দের জীবনের নানান ঘটনাকে এমন আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপিত করলেন যে শ্রোতারা মুগ্ধ হলেন। প্রসঙ্গ সূত্রে তিনি তাঁর বাল্যকালে 'বিলে নরেন' ছবিতে বিলের চরিত্রে অভিনয়ের বিষয়টিও আনলেন। আলোচককে পুষ্পস্তবক, স্মারক, মিষ্টির প্যাকেট দিয়ে সম্বর্ধিত করা হয়। সঞ্চালক ছিলেন ড. তাপস বসু। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কাজটি করলেন এই সংস্থার সভাপতি শ্রী অশোক নাথ বসু।

আলাপন মেলায় শব্দের ঝংকার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীর শিবপুরে ১৭ বছর অনুষ্ঠিত হচ্ছে আলাপন মেলা। বিরাট মেলা। অজস্র দোকান, অজস্র জিনিসের সমারোহ নিয়ে সেজে ওঠে সব দোকান। বীর শিবপুর ছাড়িয়ে বহু দূরদূরান্ত থেকে মানুষজন আসেন এই মেলায়— এই মেলা হয়ে ওঠে সত্যি সত্যিই মানুষের 'মিলন মেলা', 'আলাপন'–এর 'মেলা'... প্রতিবছর এই মেলা অনুষ্ঠিত হয় ১২ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯শে ফেব্রুয়ারি। এবারেও তাই হল। মেলা উপলক্ষে মেলা কর্তৃপক্ষ প্রতিবছরের মতন এবছরেও ছোট, বড় সকলের জন্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন; লোকগীতি, ক্যুইজ, ছোটদের জন্যে বসে আঁকো, আবৃত্তি, নৃত্য প্রদর্শনী প্রভৃতির প্রতিযোগিতায় ছোট বড় অনেকে যোগদান করেন। এই সব অনুষ্ঠান হয় বিশেষ ভাবে নির্মিত অতি সুসজ্জিত মঞ্চে মেলা প্রাঙ্গণেই। আবার প্রতি সন্ধ্যায় এই মঞ্চেই অনুষ্ঠিত হয় বিবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গত ১৩ বছর ধরে মেলার শেষদিনে ৩৮ বছর পার করা সালকিয়া থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'শব্দের ঝংকার' পত্রিকার তরফে পেশ করা হয় সাহিত্য–সংস্কৃতির অনুষ্ঠান। নেতৃত্ব দেন পত্রিকার সম্পাদক, তথা সুখ্যাত কবি ও বক্তা সুনীল মুখোপাধ্যায়। যে সব কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন, তাঁদের হাত দিয়েই মেলা কর্তৃপক্ষ বিবিধ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এবারেও এই অনুষ্ঠান হল মেলার শেষ দিনে, ১৯শে ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যায়। এবছরে উপরোক্ত অনুষ্ঠানে যাঁরা স্বরচিত কবিতা শোনালেন তাঁরা হলেন ঝুনু ভৌমিক, রীতা ভট্টাচার্য, নীপা চক্রবর্তী, আরতি দে, ঋতু ভট্টাচার্য, কাশীনাথ মন্ডল, কৃষ্ণা কুন্ডু, শুভ্র শেঠ, পত্রিকা সম্পাদক সুনীল মুখোপাধ্যায়, পত্রিকার তরফে আমন্ত্রিত আলিপুর বার্তার সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের বরিষ্ঠ সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (জাদুর মাধ্যমে 'আলাপন মেলা'র কথাও বলেন) ও স্থানীয়া আরও ৫/৬ জন উজ্জ্বল কবি। অনবদ্য রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনালেন ৮০–র কোঠায় পৌঁছে যাওয়া শ্যামল বিশ্বাস। এছাড়া 'শব্দের ঝংকার'–এর বিষয়ে সম্পাদক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন— তাঁদেরকে প্রতিবছর এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে মেলা কর্তৃপক্ষকে পত্রিকা গোষ্ঠীর তরফে ধন্যবাদ জানান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন এই অঞ্চলেরই বিখ্যাত বাচিক শিল্পী (সৌখিন জাদুকরও বটে— একটি ম্যাজিকের মাধ্যমে মেলার মূল আয়োজক তথা কর্ণধার প্রবীর হালদারকে সম্মানিত করেন।) শ্রী কৌশিক গৌতম। প্রতি সাহিত্যিক/শিল্পীকে শ্রোতা/দর্শকবৃন্দের সাথে পরিচিত করাতে তাঁর বিশেষ শব্দ চয়ন সমৃদ্ধ ভাষণ সব সময়েই অনুষ্ঠানকে উজ্জ্বল করে। তাঁর বিশেষ গুণাবলীর জন্যই (জাদুকর!) ইলিউশন অব রিয়ালিটি ম্যাজিক রিসার্চ সোসাইটির তরফে (সংগঠনের স্থাপক 'বিশ্ববন্দিত' জাদুকর (ডঃ) পি সি সরকার জুনিয়র (এম এস সি, পিএইচ ডি) ভারত সরকার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত জাদু সম্রাট পি সি সরকার সিনিয়র পোস্টাল স্ট্যাম্প শ্রী কৌশিক গৌতমের হাতে তুলে দিলেন সুনীল মুখোপাধ্যায়। সব শেষে ১৭ বছর ধরে মেলার মূল কর্ণধার সুস্থ সাংস্কৃতি মনস্ক ব্যক্তি (আজকের সমাজে বিরল ব্যক্তি)প্রবীর হালদার মহাশয়কে অভিবাদন— ''মহারাজা তোমারে সেলাম... সেলাম!''

শ্রী রামকৃষ্ণের জন্মতিথি

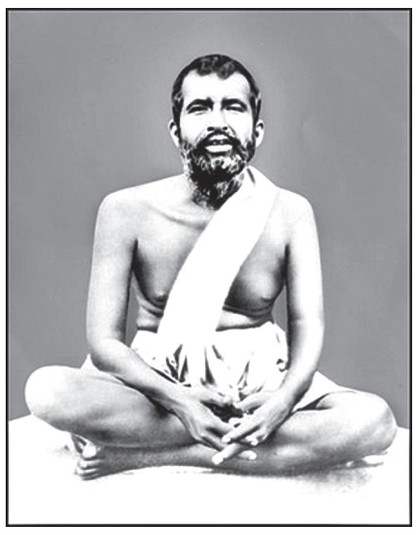

হীরালাল চন্দ্র : গত ২৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় ঝামাপুকুর লেনের রাজা দিগম্বর মিত্রের বাসভবনে ''ঝামাপুকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের' উদ্যোগে ভক্ত প্রবর সমর সরকারের সুষ্ঠ পরিচালনায় যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৮২ তম শুভ জন্মতিথি মহোৎসব মহাসমারোহে পালিত হয়। ঠাকুরের মহান ঐতিহাসিক জীবনী সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দান করেন অরিন্দম দাস, জগবন্ধু ভট্টাচার্য এবং পার্থসারথি গোস্বামী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অরিন্দম শর্মা। এছাড়াও বিশেষ পূজা, হোম, ভোগ নিবেদন ও অসংখ্য ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্পাদক অমিত সুর রায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথি

নিজস্ব সংবাদদাতা: সম্প্রতি দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ আনন্দ মহোদয়ের ডানকুনি শাখায় সাড়ম্বরে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেবের ১৮২ তম আবির্ভাব তিথি পালিত হয়। এই উৎসবে প্রায় ২,০০০ মানুষকে ভোগ বিতরন এবং প্রায় ২০০ জন গরীবকে ধুতি ও কাপড় প্রদান করা হয়। আদ্যাপীঠ দক্ষিণেশ্বরের আধিকারিকের পরিচালনায় আয়োজিত সব ধর্ম সমন্বয় ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বিষয়ক আলোচনায় যোগ দেন ব্রক্ষচারী উৎসব ভাই আদ্যাপীঠ দক্ষিণেশ্বর, মহম্মদ আসফাকুল্লাবুখারি বীরভূম, ডানকুনির মেথডিষ্ট চার্চের রেভারেন্ড দীপঙ্কর নাথ প্রমূখ।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৬ ফেব্রুয়ারি। সন্ধ্যায় দমদম নাগেরবাজার গোরক্ষবাসী রোডের ''নবযুব সম্মিলনীর'' ক্লাব কক্ষে ''বঙ্গীয় পাঠক পরিষদের'' উদ্যোগে বিশিষ্ট শিক্ষক রামমোহন ভট্টাচার্যের পৌরোহিত্যে, সম্পাদক মলয় ভট্টাচার্যের পরিচালনায় ও বিনয় দেবের সঞ্চালনায় ''মাতৃভাষা উৎসব'' অনুষ্ঠিত হল। ১৯৫২ সালের ''ভাষা আন্দোলনের'' ১১ জন মানুষের পুলিশের গুলিতে নিহত শহিদের স্মৃতিচারণ করেন বিনতা রায়চৌধুরী। অরুনাক্ষ ভট্টাচার্য, অমিতাভ চক্রবর্তী, প্রদীপ দাশগুপ্ত, শম্ভু মুখার্জী প্রমুখ। গান গেয়ে শোনান সুতপা রায় চৌধুরী, এষা ঘোষ, মধুমিতা নন্দী, চন্দ্রশেখর রায়, মহুয়া সুর, শ্যামল চক্রবর্তী প্রমুখ। আবৃত্তি পাঠ করেন অভিজিৎ বিশ্বাস, কানাই সেন, সুমনা পাল, কুমার রায়, সৌমেন চক্রবর্তী, বিজন অধিকারী, চন্দন ভট্টাচার্য প্রমুখ। বেহালা বাজান সুভাষ চক্রবর্তী। অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আহ্বায়ক ফাল্গুনী ভট্টাচার্য।

বিজ্ঞানমঞ্চের অনুষ্ঠান

অভীক মিত্র : সিউড়ী : ভারতের স্বাধীনতার ৭০ বছর ও সংগঠনের ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ ও সিউড়ী বিজ্ঞান কেন্দ্রের যৌথ উদ্যেগে সারা দিনব্যাপী নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল ২৬ ফেব্রুয়ারি রবিবার সিউড়ী হরনাথ মন্ডল আদর্শ বিদ্যালয়ে। প্রায় ২০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিলো। 'সবার দেশ আমাদের দেশ' বিজ্ঞান অভিযান ২০১৬–১৭–র অঙ্গ হিসাবে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নানা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল বলে জানান সিউড়ী বিজ্ঞানকেন্দ্রের সম্পাদক শিক্ষক শুভাশিস গড়াই। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিদ্যুৎ সাহা, হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক তপন গোস্বামী, বিজ্ঞানমঞ্চের পক্ষে দেবাশিস পাল, মায়া দত্ত সাধু, নিত্যানন্দ মন্ডল, কমলাশিস গোস্বামীর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

পত্র–পত্রিকার আলোচনা

পদার্পণ (সম্পাদক–শর্মিষ্ঠা মাজি, উতসব ২০১৭ (১৪২৩ বঙ্গাব্দ) –পদার্পণ নয় বছরে পদার্পণ করেছে। নীরবে সাহিত্যের ধারাটি নিজের মত করে লালন করে চলেছে পুরুলিয়া এবং কলকাতা থেকে যুগ্মভাবে প্রকাশিত এই ষাণ্মাসিক পত্রিকাটি। সংখ্যাটিকে উতসব ২০১৭ বলে ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু ২০১৭ সালের উতসবের (যদি শারদ উতসব–কে ধরা হয়) এখনও ঢের দেরী। পাশেই ১৪২৩ বঙ্গাব্দের উল্লেখ, তাহলে সম্ভবতঃ ২০১৬ সাল বোঝাচ্ছে। এই সময়ের বহু পরিচিত কবিদের লেখায় সমৃদ্ধ এই সংখ্যাটি, যাঁদের মধ্যে আছেন আশীষ স্যান্যাল, রমেশ পুরকায়স্থ, অমল কর, (সম্প্রতি–প্রয়াত) অপূর্ব দত্ত, আরণ্যক বসু, সাতকর্ণী ঘোষ, দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, বিকাশ বিশ্বাস, নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, তেজেশ অধিকারী, প্রবীর আচার্য, ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতি দে, ইলা দাস প্রমুখ। অণু গল্পগুলির মধ্যে অসিতবরণ বেরা ও আশালতা মণ্ডল দাগ কাটতে সক্ষম হয়েছেন। (পত্রিকার ঠিকানা – ১০৭/বি ব্লক–ডি, বাঘা যতীন, যাদবপুর, কলকাতা–৭০০ ০৩২ / 9804689266)।

আম আদমি (সম্পাদক–করুণাময় বিশ্বাস/জুলাই ২০১৬ সংখ্যা)– বর্তমান সংখ্যায় ছয়টি গল্প রয়েছে। কিন্তু গতানুগতিকতার গণ্ডীর ছাড়ানোর প্রয়াস একটিতেও চোখে পড়ল না। তুলনায় কবিতায় দিগম্বর দাশগুপ্ত, অজিত বসু, বাবলু দত্ত, বিধান সাহা পাঠকের মন ভরাতে সক্ষম হয়েছেন। সাক্ষাতকার, ভ্রমণ, অনুবাদ সাহিত্য ছাড়াও রাজনৈতিক প্রবন্ধ / নিবন্ধও রয়েছে এই পত্রিকায় এবং চরিত্র–গত দিক দিয়ে এটিকে লিটল ম্যাগাজিনের সংজ্ঞায় ফেলা চলে না। সাংস্কৃতিক সংবাদ পরিবেশনের জরুরি কাজটি এরা প্রতি সংখ্যায় করে যাচ্ছেন।

আম আদমি (শারদ ১৪২৩ সংখ্যা) – কবিতা ও ছড়ায় মাতিয়ে দিয়েছেন ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু, সুনির্মল চক্রবর্তী, ধনঞ্জয় সিংহ, অজিত বসু, শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য, বিধান সাহা প্রমুখ। এই বিভাগে একজনও মহিলা কবির লেখা নেই, এটা নিশ্চয়ই কাকতালীয়! হাইকু নিয়ে দিগম্বর দাশগুপ্তের নিবন্ধটি কৌতূহল জাগায়। দেবকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পটি (নেপেনের শখসাধ) সুন্দর। চন্দ্রশেখর পাত্রের লেখাটি অবশ্যই একটি সদর্থক রচনা কিন্তু এটিকে রম্য রচনা হিসাবে চিহ্নিত করার যৌক্তিকতা কি! বৃক্ষ–সংরক্ষণ তথা সবুজায়নের সপক্ষে লেখা সলিল মিত্রেক নাটিকাটি প্রায় পঁচিশ বছর আগের রচনা হলেও আজও সমকালীন। (পত্রিকার ঠিকানা – অরুণোদয় প্রকাশন, দক্ষিণ মল্লিকবাগান, শেওড়াফুলি–৭১২২২৩, জেলা – হুগলী/২৬৩২ ৭৯২৩/৯৪৩২২৮২৪৭২/aamaadmimag@gmail.com)

পুরবার্তা (সম্পাদক–অরূপ কুণ্ডু/জানুয়ারী ২০১৭ সংখ্যা) – উত্তর দমদম পুরসভার উদ্যোগে প্রকাশিত এই সাহিত্য ত্রৈমাসিক। কোনও পৌর–কতৃপক্ষের দফতর থেকে এমন প্রয়াস অবশ্যই ব্যতিক্রমী এবং সাধুবাদযোগ্য। সুস্মিতা নাহা, শংকর দাস ও অপূর্ব কর মনেরম তিনটি গল্প লিখেছেন। শিখা ঘটক, হরেন দাস, পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য, মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু প্রমুখের ছড়া / কবিতা ভালো লাগল। ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্যের স্বাস্থ্য–বিধির নিবন্ধটি মুল্যবান। দু–দুটি ভ্রমণ কাহিনী–কানহা/অমরকন্টক (সাগর বিশ্বাস) ও লাদাখ (সঞ্জীব বিশ্বাস) পাঠকদের ভ্রমণ তৃষ্ণা উসকে দেবে। (পত্রিকার ফোন, ওয়েবসাইট, ই.মেল – 25142101, 25142494 www.northdumdummunicipality.org / northdumdum@gmail.com)

আলোর ধারা (অমর কুমার দাসের কবিতা সংকলন /প্রকাশক পূরবী দাস, সুভাষনগর, কাকদ্বীপ, দঃ২৪ পরগণা / দাম ১০ টাঃ) ২৬টি বাংলা কবিতা ও ১টি ইংরাজী কবিতা রয়েছে বইটিতে। পাতায় পাতায় জীবনের জয়গান, জীবনের বন্দনা, ঝরঝরে লেখা পড়তে মন্দ না। কিন্তু কবিতাগুলির নির্মাণ–শৈলী বহু–ব্যবহৃত। কবিগুরু, ঋতু, মাতৃ–ভাষা, দঃবঙ্গের প্রকৃতি নানা ভাবে কবিতায় ঘুরে ফিরে এসেছে। তবে আরও একটু কঠোর নির্বাচনের দরকার হয়তো ছিল।

মুখোশ (পামেলা শূর–এর কাব্যগ্রন্থ/যুগ সান্ধিক প্রকাশনা, নেতাজী নগর, কলকাতা–৯২ / দাম ৬০ টাকা) পামেলার প্রথম কবিতা সংকলন। পামেলার কবিতার সঙ্গে যারা অল্পবিস্তর পরিচিত, তাঁরা জানেন পামেলার বেশির ভাগ কবিতাই খুব চটজলদি ভঙ্গীমায় লেখা। মানুষের প্রতি ভালোবাসা, ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ, বাঁচার লড়াই, জেগে উঠি বাংলাতে, বাংলা ভাষার প্রতি অকপট ভালোবাসা পামেলার কবিতাগুলির উপজীব্য। ভালো মন্দ, সবাই থামে কিন্তু, আছে মানুষ, পরিচয়, বঁচে থাকা, জেগে উঠি বাংলাতে এমন সব ভালো–লাগার মত কবিতায় সাজানো বইটি। লেখিকার নিজের পদবী শূরকে কেন সুর–এ বঁধেছেন বোঝা গেল না। বহুল প্রচলিত বেশ কিছু বাংলা শব্দের বানান যেমন–খুশি পাল্টে দেওয়ার প্রবণতা চারপাশে প্রতিদিন চোখে পড়ছে। তাই বলে কবি–সাহিত্যিকরাও সেই ধারায় পা মেলাবেন!

বিবাহের ইতিকথা – ডাঃ তাপস কুমার ঘোষ ও ডাঃ মীরা ঘোষ রচিত বিবাহ–বিষয়ক রচনা। এটিকে গ্রন্থ আখ্যা দেওয়া চলে না। হিন্দু বিবাহ রীতির আদি কথা ও আচার অনুষ্ঠানের বিবরণী, বিবাহেচ্ছুকদের পথ–নির্দেশক হিসাবে কাজে আসবে।

অরূপ রতন

শ্রীচৈতন্য জন্মোৎসব ও মেলা উদযাপিত

নিজস্ব সংবাদদাতা: বাগবাজার গৌড়ীয় মিশন আয়োজিত শ্রীচৈতন্য জন্মোৎসব ও মেলার আসর বসেছিল কলকাতার সার্বজনীন দুর্গোৎসব উদ্যানে গত ১২ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি ওই অঙ্গনের মঞ্চ সারস্বত আলোচনা সভা বসেছিল। সহযোগী আলোচক মহানাম সেবক সঙ্ঘ এবং পিপলস ফোকাস ফর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। দুটি স্মরণযোগ্য আলোচনা চক্র বসেছিল ১৬ এবং ১৭ ফেব্রুয়ারি। এর মধ্যে ১৭ ফেব্রুয়ারির আলোচনা চক্রটির অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী

এবং আকর্ষণীয় হয়েছিল। বিষয় ছিল ''আধুনিক সমাজ ও শিক্ষার পরিশুদ্ধির সম্ভাবনা। বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যে ৭টা পর্যন্ত ওই আলোচনা চক্রে দিনে সভাপতিত্ব করেন পন্ডিত প্রবর ড. কানন বিহারী গোস্বামী। সঞ্চালক ছিলেন শ্রীমৎ বন্ধ্যগৌরব ব্রহ্মচারী। বক্তব্যের সূচনা করেন ড. শশীভূষণ মিশ্র। দ্বিতীয় বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও চলচ্চিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। অসাধারণ বক্তব্য রাখলেন তিনি। বক্তব্যের শেষে শোনালেন রজনীকান্তের গান ''তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে।'' স্বামী পরমাত্মানন্দ গিরি মহারাজ নানা প্রসঙ্গে মালা গেঁথে শিক্ষায় পরিশুদ্ধির বিষয়টি তুলে ধরলেন। বিশিষ্ট অধ্যাপক ড. বারিদবরণ ঘোষ শ্রীচৈতন্যের নানা দিক তুলে ধরলেন। সমগ্র আলোচনা সভাটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠল সভাপতি ড. কানন বিহারী গোস্বামীর ভাষণে। অতিথিদের পুষ্পস্তবক, অজস্র গ্রন্থ, স্যুভেনির, স্মারক, মিস্টির প্যাকেট দিয়ে বরণ করা হল। অধ্যাপিকা পিয়ালী পালিত সম্পাদিত 'শ্রীগৌর বৈজয়ন্তী' শীর্ষক স্যুভেনিয়রটিতে আকর্ষণীয় বহু লেখা রয়েছে। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বর্তমান যুগে হিংসা ও অশান্তির দিনে মহাপ্রভুর বিশ্বভ্রাতৃত্ব, শান্তি ও বিমল প্রেমাদর্শের বার্তা সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য গৌড়ীয় মিশনের এই প্রয়াস অবশই স্মরণযোগ্য। মেলা প্রাঙ্গণটি সাজানো হয়েছিল মহাপ্রভুর জীবনের স্মরণীয় সব ঘটনাকে অবলম্বন করে। ভক্তবৃন্দ শ্রোতাদের ভিড় নজরে পড়ার মতন। দুর্গাপূজা উদ্যানটি ওই ক'দিনে দেবাঙ্গনে পরিণত হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের কার্য্যালয়
উস্থি, মগরাহাট–১
ফোন : ০৩১৭৪–২৫০৯৩২, ই–মেল : cdpomagrahat1@gmail.com

স্মারক সংখ্যা : ১০৭/আই.সি.ভি.এস/এমজিটি–১ তাং : ০৮.০৩.২০১৭

বিজ্ঞপ্তি

মগরাহাট–১ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে তপশিলী উপজাতির জন্য সংরক্ষিত ১৪(চোদ্দ)টি অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী পদে নিয়োগের জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত ডায়মন্ড হারবার মহকুমার সমস্ত ব্লক ও পৌরসভার মধ্যে বসবাসকারী তপশিলী উপজাতি মহিলা নাগরিকদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। এই নিযুক্তি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাসেবা মূলক। এই কাজে নিযুক্ত কোন কর্মী কোন মতেই সরকারী কর্মচারী হিসাবে গণ্য হবেন না।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : সরকার বা সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ বা সমতুল।

বয়স : ১৮ থেকে ৪৫ বছর (০৪.০৩.২০১৭) তারিখে

দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ : ১০.০৪.২০১৭ (বিকাল ৩টে পর্যন্ত)

বিঃ দ্রঃ : ১. দরখাস্ত করার ফর্ম ও বিশদ বিবরণের জন্য ১৪.০৩.২০১৭ তারিখ থেকে ১০.০৪.২০১৭ তারিখ পর্যন্ত প্রতি সরকারি কাজের দিন বেলা ১২টা থেকে ৩টের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্য্যালয়ে যোগাযোগ করতে হবে।
২. দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সরকারী ওয়েবসাইটেও এই বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে।

স্বাক্ষর
শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
মগরাহাট–১ আইসিডিএস প্রজেক্ট
উস্থি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

২৬০(২)/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/১০.০৩.১৭

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা যোগ্য ঠিকাদারদের অবগত করা হচ্ছে যে, NIT NO–14, 15, 16/kul/S24Pgs./2017 Dated–06.03.2017 এবং NIT NO– 17/kul/S24Pgs./2017 Dated– 07.03.2017 তে মোট 06টি Boundary wall নির্মাণের জন্য Tender ডাকা হয়েছে, উক্ত Tender Memo No. এর জন্য ১৪/০৩/২০১৭ তারিখ বেলা 4–00টা পর্যন্ত শেষ সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে। e–tender এর জন্য www.wbtender.gov.in এই Siteএ যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে। উক্ত বিষয়ে বিশদ জানতে নির্বাহী আধিকারিক, কুলতলী পঞ্চায়েত সমিতিতে যোগাযোগ করুন।

নির্বাহী আধিকারিক
কুলতলী পঞ্চায়েত সমিতি
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

170/09.03.2017

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

ঝুঁকি এড়িয়ে 'বডি কনট্যাক্ট' খেলায় সড়গড় হতে হবে উদীয়মানদের

অরিঞ্জয় মিত্র

ক্রিকেট খেলা মোটের ওপর এদেশে উৎসবের মতো। কলকাতা সহ গোটা দেশ ঘুরলে একটা ছবি প্রায়শই চোখে পড়ে তামাম দেশবাসীর। তা হল, কাঁধে একটা বিশাল ঝুলিয়ে বাচ্ছাটি হেঁটে চলেছে। না, এক্ষেত্রে ভারী ওই বস্তুটি স্কুল বা পড়াশুনা সংক্রান্ত নয়। বরং তা ব্যবহৃত হয় খেলার সরঞ্জাম বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আর বলাইবাহুল্য এই খেলাটির নাম ক্রিকেট। কলকাতায় ক্রিকেট নামক জ্বরের আমদানি করেছেন বাংলার মহারাজ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কলকাতা সহ গোটা রাজ্যের বহু পরিবারের রন্ধ্রে ঢুকে গিয়েছে ক্রিকেট। বলাবাহুল্য, তা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নামক এক মহা তারকার আবির্ভাবের পর থেকেই। বস্তুত ছেলেদের সৌরভ বানানোর শপথ বাঙালির ঘরে ঘরে নেওয়া শুরু হতে থাকে ঠিক এই সময় থেকেই।

তবে আগামী দিনে যারা ছেলে মেয়েদের ক্রিকেটার তৈরি করতে চান সাম্প্রতিক অতীতে ক্রিকেট মাঠে ঘটে যাওয়া কিছু দুর্ঘটনা এবং নবীন প্রতিভাদের মৃত্যুর তাঁরা হয়তো কিছুটা পিছু হটেছেন। ফুটবলার যে বানাবেন সেখানেও এমন নজির রয়েছে। মোট কথা ঝুঁকিসম্পন্ন খেলায় ছেলেদের গড়ে তোলার কথা আর নাও ভাবতে পারেন অভিভাবকরা।

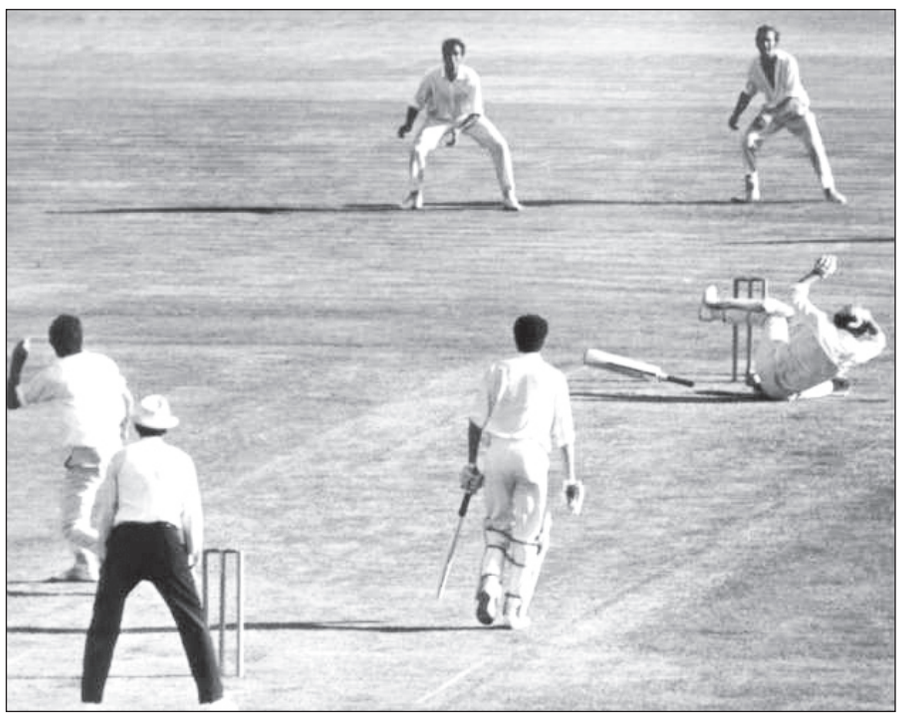

মাত্র বছর দেড় কি দুয়ের কথা। ক্যাচ ধরতে গিয়ে সহ খেলোয়ারের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যেভাবে উদীয়মান ক্রিকেটার অঙ্কিত কেশরীর মৃত্যু হল তা শোকবিহ্বল করে তুলেছে দেশের আপামর ক্রিকেটমহলকে। গত বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আগে প্রায় একই ধরনের দৃশ্য গোটা ক্রিকেট বিশ্ব লক্ষ্য করেছিল অস্ট্রেলিয় ক্রিকেটের এক উজ্জ্বলতম প্রতিভা ফিলিপ হিউজেসের অকাল প্রয়াণে। অঙ্কিতের মতো সহ খেলোয়ারের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে নয়, ফিলিপ চিরতরে ২২ গজ ছেড়ে চলে গিয়েছেন ঘরোয়া লিগ চলাকালীন প্রতিপক্ষ বোলারের বাউন্সার ঠিক মতো সামলাতে না পেরে। সেদিন অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে শন অ্যাবটকে কেউই ভিলেন বানাননি। বলাইবাহুল্য শন একজন জোরে বোলারের কাজটাই করেছিলেন। কিন্তু সেটি যে গোলার মতোন ছুটে গিয়ে সহ খেলোয়ারের মৃত্যুবাণ হয়ে উঠবে তা কখনও ভাবতেও পারেননি শন। অ্যাবটের পাশে যেভাবে অস্ট্রেলিয়া তথা গোটা ক্রিকেট সমাজ দাঁড়িয়েছে ঠিক একভাবেই অঙ্কিতের মৃত্যুর পর সৌরভ মণ্ডলকেও (যার সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে মৃত্যু হয় অঙ্কিতের) দোষারোপ করছেন না ক্রিকেট মহল। কিন্তু শন অ্যাবট এখনও যেভাবে ক্রিকেটের মূল গোলার্ধে ফিরে আসতে পারেননি এখন দেখার সৌরভ মণ্ডল পরিস্থিতির সঙ্গে কত তাড়াতাড়ি মানিয়ে নিতে পারেন।

ক্রিকেটে হিউজেস বা অঙ্কিতদের যে পরিণাম হল তা বেশ কয়েকবছর আগে ফুটবল মাঠ প্রত্যক্ষ করেছিল ব্রাজিলিয় ফুটবল তারকা জুনিয়রের মৃত্যুর ঘটনায়। উল্লেখ্য সেই ম্যাচেও প্রতিপক্ষ গোলকিপার সুব্রত পালের সঙ্গে জোর টক্কর হয় জুনিয়রের। এর আগে থেকেই হৃৎযন্ত্রের কিছু সমস্যা ছিল জুনিয়রের। ফলে মাঠের এই ধাক্কা তাঁর শরীর বহন করতে পারেনি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই দুনিয়া ছাড়থে হয় এই ফুটবল তারকাকে। ক্রিকেট মাঠে ফিল্ডিং করতে গিয়ে মাঠে ভয়াবহ চোট পেয়ে অকালে পৃথিবীকে টা টা করতে হয়েছে প্রাক্তন ভারতীয় তারকা রমন লাম্বাকেও। সেটা ছিল বাংলাদেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত এক ঘরোয়া লিগ ম্যাচ। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ক্রিকেট হোক আর ফুটবল সর্বত্রই হানা দিচ্ছে অশনী বিপদের করাল হাতছানি। অথচ এখনকার ক্রিকেট কিন্তু তুলনামূলকভাবে অনেক নিরাপদ। কারণ এখন অনেক বেশি আত্মরক্ষার সুযোগ রয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রের বাহিনির মতো নিজেদের ঢেকে রাখেন এখনকার খেলোয়াররা। তাও এড়ানো যাচ্ছে না এই ধরনেওর বিপদ। যার জেরে অকালেই হারিয়ে যেতে হচ্ছে ফিলিপ হিউজেস, রমন লাম্বা, জুনিয়র কিংবা অঙ্কিত কেশরীদের। ক্রীড়া মহল বা কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই এই নিয়ে ভাবছেন। চিন্তা করছেন যদি কোনওভাবে খেলোয়ারদের আরও নিরাপদে রাখা যায়। তবে ভাগ্যের ব্যাপারটা এ ক্ষেত্রে যে বড় হয় দাঁড়াচ্ছে সেটা কম বেশি মেনে নিচ্ছে সকলেই। সেই ডেস্টিনি বা নিয়তির ওপর যে কারও কোনও লাগাম নেই তা তো সকলেই বোঝেন। তাও পাঠক কিংবা সেইসব অভিভাবক যারা নিজেদের ছেলেপুলেদের একজন সফল ক্রীড়াবিদ বানাতে চান, বা যেসব বাচ্ছা যাদের মধ্যে খেলার প্রতি প্রবল টান তাদের তো সরিয়ে রাখা যায়না। পরিস্থিতিকে মেনে নিয়েই তাদের খেলার দুনিয়ায় আসা উচিত। ভেবে দেখা দরকার যে হারে ম্যাচ হচ্ছে সে হারে তো মৃত্যু হচ্ছে না। শুধু কি খেলার জগৎ। এই যারা সামরিক বাহিনি বা পুলিশে আছেন তাদেরও কতরকম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। নিশ্চয়ই কলকাতাবাসী ভুলে যাননি কলেজের নির্বাচন শান্তিতে করার জন্য দায়িত্বে থাকা অফিসার তাপস চৌধুরীকে কিভাবে দুষ্কৃতীদের গুলিতে মৃত্যুর মুখে পড়তে হয়েছে। সামরিক ক্ষেত্রে এইরকম উদাহরণ তো ভুরি ভুরি। ফলে এইসব খারাপের মধ্যেও ইতিবাচক চিন্তা নিয়েই থাকতে হবে আমাদের। তবে প্রার্থনা থাকবে,ফিলিপ হিউজেস বা অঙ্কিত কেশরীর মতো দুর্ভাগ্য যেন কারও না হয়।

তবে তাই বলে খেলাধুলা ছেড়ে ঘরে বসে থাকবেন তা কি করে সম্ভব। বিশেষ করে যারা শুধুমাত্র স্টাইলের জন্য বা স্ট্যাটাস বজায় রাখতে ক্রিকেট মাঠে আনাগোনা করেন তাদের থেকেও যারা ক্রিকেটকে প্রকৃতই ভালোবাসেন তারা শুধু চোটের কথা ভেবে কি আর ঘরে বসে থাকতে পারবে। মাঠে তাদের যেতে হবেই। খালি একটু সতর্কতা অবলম্বন করে চললেই হবে। বাদবাকি তো সব সঁপে দিতে হবে অদৃষ্টের হাতে।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিংহ ধোনিকে কল্যাণীর সিএবি আকাদেমিতে।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী শঙ্কর কুমার ঘোষ, রেজিস্টার দেবাংশু রায়, সহ রেজিস্টার ইমন সেনগুপ্ত ও দূর শিক্ষার সহ অধিকর্তা ফারুক আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

আপনি কি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে বা নার্সিং হোমে প্রতারণার শিকার?

আপনার স্বাস্থ্য যন্ত্রণার কথা নাম ঠিকানা সহ আমাদের জানান।

আমরা তুলে ধরব প্রতিকারের আশায়।

ইস্ট-মোহনের মরা গাঙে বার্সার বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ দেশের আই লিগে চার্চিলের ধাক্কায় বেসামাল মোহন-ইস্ট যখন ফিরে আসার রাস্তা খুঁজছে তখন ওদেশে চ্যাম্পিয়ান্স লিগে বার্সেলোনা দেখিয়ে দিল কামব্যাক কাকে বলে! ভাবটা এমন যেন ফিরব যখন ইতিহাস সৃষ্টি করেই ফিরব। প্রথম লিগে ৪-০ গোলে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয়বার ৬-১এ প্যারিস জারমকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়া এককথায় অবিশ্বাস্য। শেষ আট মিনিটে বার্সালোনা করল তিন গোল। নেইমার, মেসি, সুরারেজদের আক্রমণে প্রতিপক্ষের রক্ষণ তখন ছিন্নভিন্ন। একসময় খেলার দুনিয়ায় ঝড় তুলেছিল সৌরভের কামব্যাক। আজও সেই কারণে তিনি অনেকের অনুপ্রেরণা।

আসলে প্রতিভা চাই। ঐতিহাসিক শুধু নয় যে কোনও কামব্যাকের জন্য চাই প্রতিভা আর দম। ভারতের দুই বড় দল মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে সেই দম কোথায়। একে তো দেশি-বিদেশি দো-আঁশলায় অবিরত চলছে প্রতিভার সন্ধান অন্যদিকে সমর্থকদের প্রবল চাপ। এই চাপ নেওয়ার মতো কোচ কর্মকর্তা কোথায় যারা তাদের প্রবল চাপকে খেলোয়াড়দের মধ্যে সঞ্চারিত করবেন। গতদিন চার্চিলের কাছে হেরে ইস্টবেঙ্গলের আচরণ দেখে বোঝা যায় প্রতিভার অভাবে ভুগছে তারা। খেলা শেষে রেফারির উপর সহকারি কোচের আক্রমণ এবং মর্গানের উপর সমর্থকদের চড়াও হওয়া তারই প্রমাণ। হতাশা এমনভাবে গ্রাস করছে যে মাঠের জবাব মাঠেই দেওয়ার মতো শক্তি হারিয়ে ফেলছে ভারতীয় দলগুলি।

সামনে মোহন ম্যাচ। বার্সালোনার কামব্যাক তাদের কতটা তাতাতে পারে সে দিকেই তাকিয়ে মোহনপ্রেমীরা। কাতসুমি, ডাফি, সোনিরা কি বলতে পারবেন এটাই তাদের সেরা ম্যাচ?

ফুটবল কোচিং সেন্টার

বিশ্বজিৎ পাল, কাকদ্বীপ : রবিবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ থানার অক্ষয়নগর বাসন্তী ময়দানে ঋষি অরবিন্দ ফুটবল অনুশীলন অনুর্দ্ধ ১৪ কোচিং ক্যাম্পের শুভ উদ্বোধন করেন ভারতের প্রাক্তন ফুটবলার তথা বসিরহাটের তৃণমূলের বিধায়ক দীপেন্দু বিশ্বাস। এ দিনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিধায়ক দীপেন্দু বিশ্বাস বলেন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বিভিন্ন বিষয়ের উন্নয়নের সাথে সাথে কৃষ্টি সংস্কৃতি ও খেলাধূলার উপর জোর দিয়েছে। তারই উদ্যোগে চালু হয়েছে সুন্দরবন কাপ। ফলে গ্রামে খেলাধূলার মান উন্নয়ন হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভারা সুযোগ-সুবিধা পাবে। এই সব কোচিং ক্যাম্পের মাধ্যমে আগামী দিনে এখানকার ছেলে-মেয়েরা খেলাধূলায় জেলা তথা রাজ্য ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

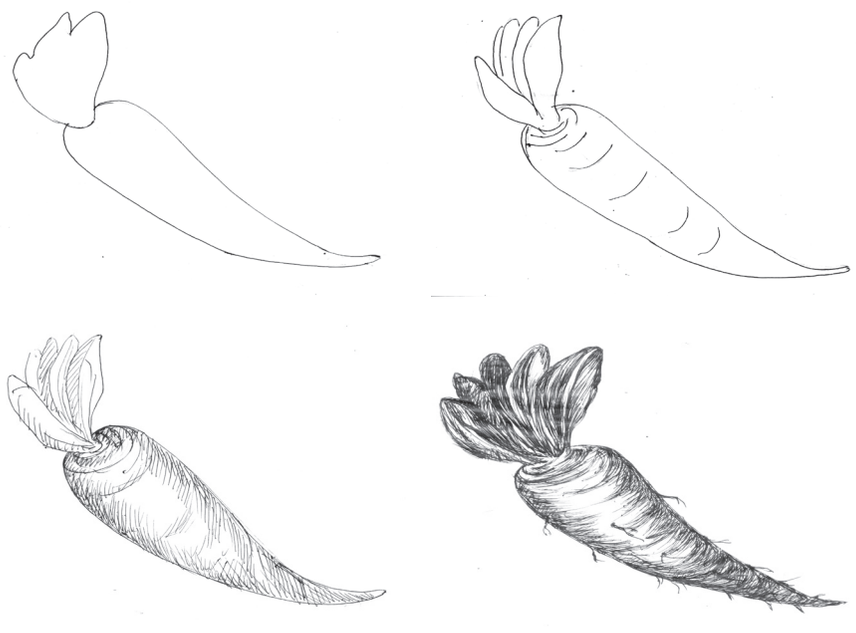

ভোরের বেলা

বিশ্বেশ্বর রায়

সকাল বেলা ঘুম ভেঙে যেই উঠলো খুকু
দেখলো দুটো প্রজাপতি উড়ছে হাওয়ায়,
টবের গাছে ফুটেছে ফুল অনেকগুলো,
ওরা দু'জন তাদের ঘিরে ডিগবাজী খায়!
টুঁই টুঁই টুঁই ডাকছে কোথায় টুনটুনিরা
টগর গাছে না কি মাঠের ছোট্ট ঝোপে?
কী অস্থির, এক দন্ড থাকে না চুপ,
আর নাচনে গাছের পাতা উঠছে কেঁপে।
চড়ুই শালিখ দোয়েলগুলোও জুটেছে সব,
জুড়েছে সব কিচিরমিচির ভোরের আলোয়,
রবির কিরণ ছুঁয়েছে সব গাছের ডগা
মুছিয়ে দিয়ে রাতের যত 'অন্ধ-কালোয়।'

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা *JPEG* ফরম্যাটে

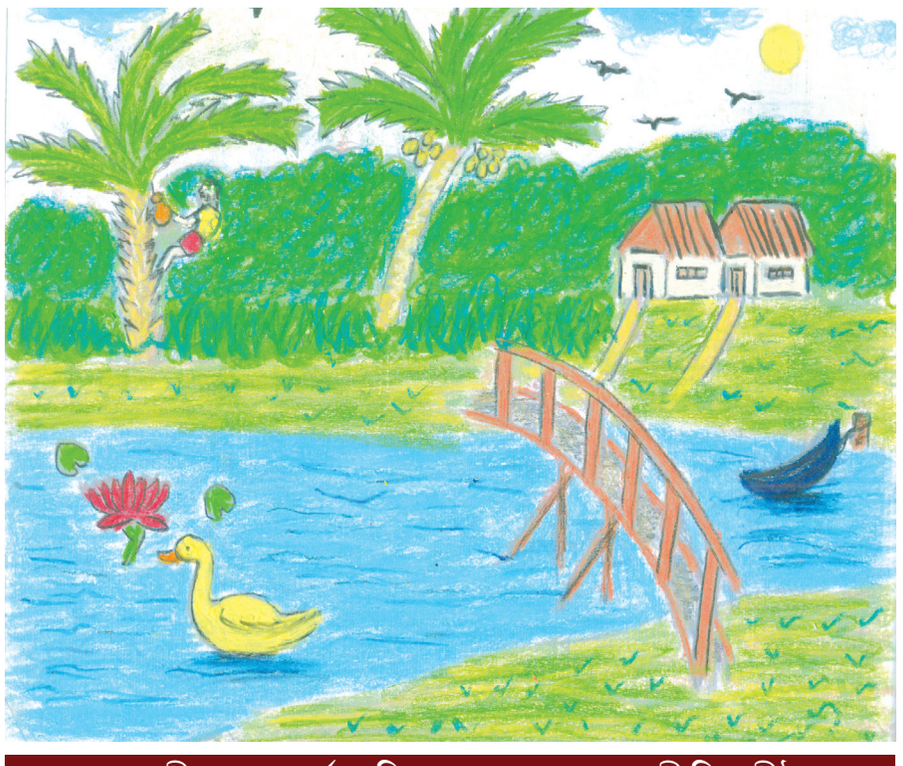

বেশাখী ঘোষ, চতুর্থ শ্রেণি, তারাচরণ অরণ্যকুমারী বিদ্যাপীঠ

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com